গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

# বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা- ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
www.shed.gov.bd

স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০৩০.০০০১.২-৩৩৩

তারিখ: ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫

# প্রজ্ঞাপন

| ক্রমিক | বিষয় |
|---|---|
| ১ | বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ সুষ্ঠুভাবে বণ্টন, উপযুক্ত জনবল কাঠামো প্রণয়ন ও এতদসংক্রান্ত পদ্ধতি যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালা- ২০২৫ প্রণয়ন করা হলো। |
| ২ | **শিরোনাম:** এ নীতিমালা "বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২৫ নামে অভিহিত হবে। |
| ৩ | **নীতিমালার প্রয়োগ:** এই নীতিমালা দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত নিম্নোক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে:<br>৩.১। বিদ্যালয় (নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়);<br>৩.২। কলেজ [উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, স্নাতক (পাস) কলেজ, স্নাতক (সম্মান) কলেজ, স্নাতকোত্তর কলেজ];<br>৩.৩। সংগীত কলেজ, শরীরচর্চা কলেজ, চারুকলা কলেজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ও বিকেএসপি বিশেষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে। বাস্তবতার সাথে মিল রেখে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এরকম প্রতিষ্ঠানসমূহকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমপিও ভুক্তির আওতায় আনতে পারবে। |
| ৪ | **৪। সংজ্ঞা:**<br>**৪.১ এমপিও প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ:** এ নীতিমালার অধীনে এমপিও প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে।<br>**৪.২ প্রতিষ্ঠান:** প্রতিষ্ঠান বলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক একাডেমিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত/জাতীয় বিশ্ববিদ্যায়ের অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।<br>**৪.৩ উদ্বৃত্ত পদ:** প্যাটার্নভুক্ত পদে এমপিও হয়েছিল কিন্তু সরকার কর্তৃক জারীকৃত কোন প্রজ্ঞাপন বা নতুন এমপিও নীতিমালার কারণে পদটি বিলুপ্ত হয়েছে, এমন পদটি উদ্বৃত্ত পদ হিসেবে গণ্য হবে। তবে উক্ত পদে কর্মরত ব্যক্তির চাকরি সমাপনান্তে পদটি বিলুপ্ত হবে ।<br><br>নন এমপিও শূন্য পদে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বিধি মোতাবেক নিয়োগ প্রাপ্তদের পদটিকে উদ্বৃত্ত পদ বুঝাবে। এক্ষেত্রে নিয়োগ প্রাপ্তদের ব্যানবেইসের ডাটাবেইসে নিরবছিন্ন তথ্য যাচাই প্রক্রিয়ায় থাকতে হবে।<br><br>**৪.৪ জনবল কাঠামো:** জনবল কাঠামো বলতে অনুচ্ছেদ ৬.১ (ক), ৬.১ (খ), ৬.১ (গ), ৬.১ (ঘ), ৬.১ (ঙ), ৬.১ (চ) এবং ৬.১ (ছ) এ নির্ধারিত জনবলের পদবি ও পদ সংখ্যাকে বুঝাবে।<br>**৪.৫ এনটিআরসিএ:** এনটিআরসিএ বলতে ২০০৫ সালের ১নং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষকে বুঝাবে।<br>**৪.৬ পরিশিষ্ট:** নীতিমালার শেষাংশে পরিশিষ্ট (ক-ঙ) হিসেবে সন্নিবেশিত তথ্যকে বুঝাবে যা নীতিমালার অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।<br>**৪.৭ এমপিও:** এমপিওবলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি মাসে প্রদত্ত বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশকে বুঝাবে। |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**৪.৮ সরকার:** সরকার বলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-কে বুঝাবে।

**৪.৯ পরিচালনা কমিটি:** পরিচালনা কমিটি বলতে প্রযোজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি/এডহক কমিটিকে বুঝাবে।

**৪.১০ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ:** এমপিও 'মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ' বলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-কে বুঝাবে।

**৪.১১ প্রতিষ্ঠান প্রধান:** প্রতিষ্ঠান প্রধান বলতে নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ এবং কলেজের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষকে বুঝাবে।

**৪.১২ আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন/আপিল কমিটি:** নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটি এবং স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর কলেজের ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আপিল কমিটিকে বুঝাবে।

**৪.১৩ সিটি কর্পোরেশন:** স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত সিটি কর্পোরেশন এলাকাকে বুঝাবে।

**৪.১৪ পৌর এলাকা:** স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত পৌর এলাকাকে বুঝাবে।

**৪.১৫ শহর এলাকা:** শহর এলাকা বলতে সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদরের পৌরসভাকে বুঝাবে।

**৪.১৬ মফস্বল:** মফস্বল বলতে সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদরের পৌর এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকাকে বুঝাবে।

**৪.১৭ ইনক্রিমেন্ট:** জাতীয় বেতনস্কেলের নির্ধারিত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হার/ধাপ-কে বুঝাবে।

**৪.১৮ স্বীকৃতি:** মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে একাডেমিক স্বীকৃতিকে বুঝাবে।

**৪.১৯ অধিভুক্তি:** জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অধিভুক্তকরণ বুঝাবে।

**৪.২০ জি.এফ.আর. (GFR):** জি.এফ.আর. বলতে জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস (GFR)-কে বুঝাবে।

**৪.২১ ই.এফ.টি. (EFT):** ই.এফ.টি. বলতে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) এর মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি (এমপিও) প্রদান বুঝাবে।

**৪.২২ বেতন স্কেল:** বেতন স্কেল বলতে জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেলকে বুঝাবে।

**৪.২৩ অধিদপ্তর :** অধিদপ্তর বলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে বুঝাবে।

**৪.২৪ কর্মরত:** কর্মরত বলতে প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পর থেকে নিয়মিতভাবে কর্মস্থলে উপস্থিতি ও দায়িত্ব পালনসহ হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর এবং ধারাবাহিকভাবে ব্যানবেইস ডাটাবেইসে তথ্য থাকাকে বুঝাবে ।

(i) ননএমপিও কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন শিক্ষক-কর্মচারী বিনা অনুমতিতে ০১ (এক) বছর একাদিক্রমে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে প্রতিষ্ঠান এমপিওভূক্ত হলেও তিনি ব্যক্তি এমপিও ভুক্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

(ii) এমপিওভুক্ত কোন শিক্ষক-কর্মচারী একাদিক্রমে বিনা অনুমতিতে ৬০ (ষাট) দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক তার এমপিও স্থগিত/বাতিল করা হবে।

৪.২৫ এমপিও কোড: এমপিও কোড বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে নতুন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্তর এমপিও ভুক্তির জি.ও জারির পর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত কোড কে বুঝাবে।

বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে ধরণ অনুযায়ী একক এমপিও কোড হবে নিম্নরূপ ধরণের:

ক) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়; খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়; গ) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়; ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ; ঙ) স্নাতক (পাস) কলেজ; চ) স্নাতক (সম্মান) কলেজ; এবং ছ) স্নাতকোত্তর কলেজ

প্রতিষ্ঠানটি সর্বোচ্চ যে স্তরের এমপিও কোড প্রাপ্ত হবে সেই স্তরের কোডটি প্রতিষ্ঠানের এমপিও কোড হিসেবে বিবেচিত হবে এবং নিম্নস্তরের কোডটি বিলুপ্ত হবে ।

শুধু স্কুল এন্ড কলেজের ক্ষেত্রে স্কুল ও কলেজ অংশের জন্য পৃথক ০২ (দুই) টি এমপিও কোড থাকবে ।

**৪.২৬ অঞ্চল:** অঞ্চল বলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা আঞ্চলিক কার্যালয়/এলাকা কে বুঝাবে।

**৪.২৭ বিধি মোতাবেক নিয়োগ:** বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) এর জনবল কাঠামোর প্যাটার্নে নেই কিন্তু জনবল কাঠামোতে নিয়োগের শর্ত ও পদ্ধতি মোতাবেক এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত বিধি বিধান অনুসরণ করে নিয়োগ প্রদান করাকে বুঝাবে।

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| | |
|---|---|
| | **৪.২৮ প্যাটার্নভুক্ত পদে নিয়োগ:** প্যাটার্নভুক্ত পদ বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুসারে শূন্য ও নব সৃষ্ট পদে নিয়োগ করাকে বুঝাবে।<br><br>**৪.২৯ অভিযোগ/বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কমিটি:** কোন শিক্ষক/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে অথবা তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন শেষে অভিযোগ বা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শুনানি গ্রহণপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত কমিটিকে বোঝাবে। |
| ৫. | **বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির আবশ্যকীয় শর্তাবলি:** বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে (স্কুল ও কলেজ) নিম্নোক্ত শর্তাবলি পূরণ করতে হবে।<br>**৫.১। প্রাপ্যতা:** এ নীতিমালা অনুযায়ী শর্তপূরণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।<br>**৫.২। একাডেমিক স্বীকৃতি/অধিভুক্তি:** প্রতিষ্ঠানকে (স্কুল ও কলেজ) অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড/জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হালনাগাদ একাডেমিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত/অধিভুক্ত হতে হবে।<br>**৫.৩। প্রতিষ্ঠানের জমি:**<br>(ক) এমপিও'র আবেদন করার পূর্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমির মালিকানা, নামজারি ও হালনাগাদ ভুমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ/প্রমাণক থাকতে হবে। তবে সংস্থা/ট্রাস্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জমির মালিকানা সংস্থার/ট্রাস্টের নামে হলেও গ্রহণযোগ্য হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নামে সংস্থা/ট্রাস্ট কর্তৃক জমির বরাদ্দপত্র থাকতে হবে। ভাড়াবাড়িতে পরিচালিত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হবে না।<br>খ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তির বিবরণী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ দাখিল করতে হবে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাবে না।<br>গ) এ নীতিমালা জারির পর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানের স্থাবর সম্পত্তিতে দোকান ঘর/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্যিক স্থাপনা ইত্যাদি নির্মাণ করা যাবে না। ইতঃপূর্বে যে সকল প্রতিষ্ঠানে এ ধরণের স্থাপনা আছে সেগুলোর ভাড়া প্রতি বছর হালনাগাদপূর্বক প্রাপ্ত আয়সমূহের সঠিক হিসাব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংরক্ষণ করবেন এবং এ সংক্রান্ত হিসাব বিবরণীর একটি কপি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ দাখিল করতে হবে।<br>ঘ) উপরের অনুচ্ছেদ খ ও গ প্রতিপালন করতে ব্যর্থ হলে এ নীতিমালায় বর্ণিত অনুচ্ছেদ ১৮.১ (খ) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।<br>৫.৪। ট্রাস্ট/সংস্থা পরিচালিত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট/সংস্থার পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে এমপিওভুক্ত করা হবে না। ট্রাস্ট/সংস্থা পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করতে হলে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে আবেদন দাখিল করতে হবে।<br>৫.৫। প্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) অবশ্যই সরকার অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ থাকা সাপেক্ষে এমপিওভুক্তির বিবেচনায় আসবে। তবে সরকার বাস্তবতার নিরিখে জনবল কাঠামোতে পরিপত্রের মাধ্যমে পদ হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।<br>৫.৬। **কাম্য শিক্ষার্থী:** এ নীতিমালার ধারা ২২ এ বর্ণিত শর্ত শিথিলযোগ্য প্রতিষ্ঠান/এলাকা/অনগ্রসর গোষ্ঠী ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) ক্ষেত্রে অবশ্যই পরিশিষ্ট 'খ' অনুযায়ী কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকতে হবে।<br>৫.৭। **কাম্য পরীক্ষার্থী ও পাসের হার:** প্রতিষ্ঠানকে (স্কুল ও কলেজ) অবশ্যই পাবলিক পরীক্ষায় পরিশিষ্ট-'গ' মোতাবেক কাম্য পরীক্ষার্থী থাকতে হবে ও ন্যূনতম পাসের হার অর্জন করতে হবে।<br>৫.৮। **ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি/এডহক কমিটি:** প্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষ/সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি/এডহক কমিটি থাকতে হবে।<br>৫.৯। (ক) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এনটিআরসিএ (NTRCA) এর নিবন্ধনধারী ও নিয়োগের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষক-প্রদর্শক প্যাটার্নভুক্ত পদে নিয়োগকৃত থাকতে হবে/নিয়োগ করতে হবে।<br>খ) এনটিআরসিএ (NTRCA) কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্তদের নিয়োগ সুপারিশ পত্রে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধান |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| | |
|---|---|
| | যোগদান কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। সেই সময় নিয়মিত কমিটি না থাকলে, নিয়মিত কমিটি গঠনের পর ভূতাপেক্ষভাবে সুপারিশ প্রাপ্তদের নিয়োগ ও যোগদান অনুমোদন করবেন। যোগদান কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর প্রতিষ্ঠান প্রধান যোগদানকৃতদের (যোগদান এমপিও মাসে) এমপিও ভুক্তির অনলাইনে আবেদন নিশ্চিত করবেন। সরকারি নির্দেশ প্রতিপালন না করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি/এডহক কমিটি/নির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।<br>৫.১০। কোনো প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) স্বীকৃতি/অধিভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ ঐ প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি নিশ্চিত করবে না। সরকার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করবে। |

**৬। নিয়োগ, যোগ্যতা এবং জনবল কাঠামো**

**৬.১. বিদ্যালয়: বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও কর্মচারীর জনবল কাঠামো হবে নিম্নরূপ:**

**(ক) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম):**

| ক্রমিক | পদবি | পদ সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | প্রধান শিক্ষক | ১ |
| ২ | সহকারী শিক্ষক (বাংলা) | ১ |
| ৩ | সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) | ১ |
| ৪ | সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) | ১ |
| ৫ | সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) | ১ |
| ৬ | সহকারী শিক্ষক (গার্হস্থ্য বিজ্ঞান) | ১ |
| ৭ | সহকারী শিক্ষক (গণিত) | ১ |
| ৮ | সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান) | ১ |
| ৯ | সহকারী শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) [প্রাপ্যতা সাপেক্ষে প্রতিটি ধর্মের জন্য] | ১ |
| ১০ | সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) | ১ |
| ১১ | সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | ১ |
| ১২ | সহকারী শিক্ষক (চারু ও কারুকলা) | ১ |
| ১৩ | কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর (সরকার প্রদত্ত কম্পিউটার ল্যাব চালু থাকলে) | ১ |
| ১৪ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১ |
| ১৫ | নিরাপত্তা কর্মী | ১ |
| ১৬ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ১ |
| ১৭ | নৈশ প্রহরী | ১ |
| ১৮ | আয়া [বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য/সহশিক্ষা চালু থাকলে] | ১ |
| ১৯ | অফিস সহায়ক –মফস্বল এলাকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।<br>(সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর এবং পৌরসভায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থায়নে এ পদে নিয়োগ দিতে পারবে) | ১ |
| | **মোট ১৯ (উনিশ) ধরনের পদ হবে** | |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**(খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১০ম):**

| ক্রমিক | পদবি | পদ সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | প্রধান শিক্ষক | ১ |
| ২ | সহকারী প্রধান শিক্ষক | ১ |
| ৩ | সহকারী শিক্ষক(বাংলা) | ১ |
| ৪ | সহকারী শিক্ষক(ইংরেজি) | ১ |
| ৫ | সহকারী শিক্ষক(সামাজিক বিজ্ঞান) | ১ |
| ৬ | সহকারী শিক্ষক(ব্যবসায় শিক্ষা) [অনুমোদনসহ ব্যবসায় শিক্ষা শাখা চালু থাকলে] | ১ |
| ৭ | সহকারী শিক্ষক(তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | ১ |
| ৮ | সহকারী শিক্ষক(গণিত) | ১ |
| ৯ | সহকারী শিক্ষক (পদার্থবিজ্ঞান) | ১ |
| ১০ | সহকারী শিক্ষক (রসায়ন) | ১ |
| ১১ | সহকারী শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) [প্রাপ্যতা সাপেক্ষে প্রতিটি ধর্মের জন্য] | ১ |
| ১২ | সহকারী শিক্ষক(শারীরিক শিক্ষা) | ১ |
| ১৩ | সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) | ১ |
| ১৪ | সহকারী শিক্ষক (গার্হস্থ্য বিজ্ঞান) | ১ |
| ১৫ | সহকারী শিক্ষক(চারু ও কারুকলা) | ১ |
| ১৬ | সহকারী শিক্ষক (জীব বিজ্ঞান) [অনুমোদনসহ বিজ্ঞান শাখা চালু থাকলে] | ১ |
| ১৭ | **ট্রেড ইন্সট্রাক্টর**<br>(শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক/ভোকেশনাল ট্রেড কোর্স অনুমোদন প্রাপ্ত এবং চালু থাকলে যে কোনো ২টি ট্রেডের জন্য)<br>**ট্রেডসমূহ:** ১) ফুড প্রসেসিং, ২) সিভিল কনস্ট্রাকশ, ৩) জেনারেল ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কস, ৪) জেনারেল ইলেক্ট্রনিক্স ওয়ার্কস, ৫) ড্রেস মেকিং, ৬) ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ৭) জেনারেল মেকানিক্স, ৮) রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং, ৯) প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং, ১০) ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফ্যাব্রিকেশন, ১১) ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি, এবং ১২) বিউটিফিকেশন। | ২ |
| ১৮ | সহকারী শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান) | ১ |
| ১৯ | কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর (সরকার প্রদত্ত কম্পিউটার ল্যাব চালু থাকলে) | ১ |
| ২০ | **ট্রেড এ্যাসিসট্যান্ট**<br>(শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক/ভোকেশনাল ট্রেড কোর্স অনুমোদন প্রাপ্ত এবং চালু থাকলে যে কোনো ২টি ট্রেডের জন্য)<br>**ট্রেডসমূহ:** ১) ফুড প্রসেসিং, ২) সিভিল কনস্ট্রাকশ, ৩) জেনারেল ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কস, ৪) জেনারেল ইলেক্ট্রনিক্স ওয়ার্কস, ৫) ড্রেস মেকিং, ৬) ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ৭) জেনারেল মেকানিক্স, ৮) রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং, ৯) প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং, ১০) ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফ্যাব্রিকেশন, ১১) ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি, এবং ১২) বিউটিফিকেশন। | ২ |
| ২১ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১ |
| ২২ | নিরাপত্তা কর্মী | ১ |
| ২৩ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ১ |
| ২৪ | নৈশ প্রহরী | ১ |
| ২৫ | আয়া [বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য/সহশিক্ষা চালু থাকলে] | ১ |
| ২৬ | অফিস সহায়ক–মফস্বল এলাকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।<br>(সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর এবং পৌরসভায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থায়নে এ পদে নিয়োগ দিতে পারবে) | ১ |
| | **মোট ২৬ (ছাব্বিশ) ধরনের পদ** | |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খ (i) নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষক পদার্থবিজ্ঞান/রসায়ন বিষয়ে স্নাতক বা সমমান হলে ঐ প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হলে যথাক্রমে রসায়নে/পদার্থবিজ্ঞানে একজন শিক্ষক প্রাপ্ত হবেন।

খ (ii) এ নীতিমালা জারি হওয়ার পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান) পদে কর্মরত শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা সমমানে পদার্থবিজ্ঞান/রসায়ন হলে ঐ শিক্ষককে সহকারী শিক্ষক (পদার্থবিজ্ঞান/রসায়ন) পদে সমন্বয় করতে হবে। সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট ০১টি শূন্য পদে সহকারী শিক্ষক (রসায়ন/পদার্থবিজ্ঞান) এনটিআরসিএ তে চাহিদা প্রদান করতে হবে।

**(গ) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২শ):**

| ক্রমিক | পদবি | পদ সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক | ১ |
| ২ | সহকারী প্রধান শিক্ষক | ১ |
| ৩ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) | ১ |
| ৪ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি) | ১ |
| ৫ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | ১ |
| ৬ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (অনুমোদন থাকলে ঐচ্ছিক প্রতি বিষয়ে ১ জন করে) | ১ |
| ৭ | সহকারী শিক্ষক (বাংলা) | ১ |
| ৮ | সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) | ১ |
| ৯ | সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) | ১ |
| ১০ | সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা) [অনুমোদনসহ ব্যবসায় শিক্ষা শাখা চালু থাকলে] | ১ |
| ১১ | সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | ১ |
| ১২ | সহকারী শিক্ষক (গণিত) | ১ |
| ১৩ | সহকারী শিক্ষক (পদার্থবিজ্ঞান) | ১ |
| ১৪ | সহকারী শিক্ষক (রসায়ন) | |
| ১৫ | সহকারী শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) [প্রাপ্যতা সাপেক্ষে প্রতিটি ধর্মের জন্য] | ১ |
| ১৬ | সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) | ১ |
| ১৭ | সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) | ১ |
| ১৮ | সহকারী শিক্ষক (গার্হস্থ্য বিজ্ঞান) | ১ |
| ১৯ | সহকারী শিক্ষক (চারু ও কারুকলা) | ১ |
| ২০ | সহকারী শিক্ষক (জীব বিজ্ঞান) [অনুমোদনসহ বিজ্ঞান শাখা চালু থাকলে] | ১ |
| ২১ | **ট্রেড ইন্সট্রাক্টর**<br>(শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক/ভোকেশনাল ট্রেড কোর্স অনুমোদন প্রাপ্ত এবং চালু থাকলে যে কোনো ২টি ট্রেডের জন্য)<br>**ট্রেডসমুহ:** ১) ফুড প্রসেসিং, ২) সিভিল কনস্ট্রাকশ, ৩) জেনারেল ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কস, ৪) জেনারেল ইলেক্ট্রনিক্স ওয়ার্কস, ৫) ড্রেস মেকিং, ৬) ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ৭) জেনারেল মেকানিক্স, ৮) রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং, ৯) প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং, ১০) ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফ্যাব্রিকেশন, ১১) ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি, এবং ১২) বিউটিফিকেশন। | ২ |
| ২২ | প্রদর্শক (পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও উদ্ভিদবিজ্ঞান/প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ে ল্যাব চালু থাকলে প্রতি বিষয়েএক জন করে) | ১ |
| ২৩ | সহকারী শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান) | ১ |
| ২৪ | **ট্রেড এ্যাসিস্ট্যান্ট**<br>(শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক/ভোকেশনাল ট্রেড কোর্স অনুমোদন প্রাপ্ত এবং চালু থাকলে যে কোনো ২টি ট্রেডের জন্য)<br>**ট্রেডসমুহ:** ১) ফুড প্রসেসিং, ২) সিভিল কনস্ট্রাকশ, ৩) জেনারেল ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কস, ৪) জেনারেল ইলেক্ট্রনিক্স ওয়ার্কস, ৫) ড্রেস মেকিং, ৬) ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ৭) জেনারেল মেকানিক্স, ৮) রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং, ৯) প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং, ১০) ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফ্যাব্রিকেশন, ১১) ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি, এবং ১২) বিউটিফিকেশন। | ২ |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| | | |
|---|---|---|
| ২৫ | হিসাব সহকারী | ১ |
| ২৬ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ২ |
| ২৭ | ল্যাব সহকারী (পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, উদ্ভিদবিজ্ঞান/প্রাণিবিজ্ঞান বিষয় অনুমোদন ও ল্যাব চালু থাকলে ঐচ্ছিক প্রতি বিষয়ে ১ জন করে) | ১ |
| ২৮ | নিরাপত্তা কর্মী | ১ |
| ২৯ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ১ |
| ৩০ | নৈশ প্রহরী | ১ |
| ৩১ | আয়া [বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য/সহশিক্ষা চালু থাকলে] | ১ |
| ৩২ | অফিস সহায়ক - মফস্বল এলাকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর এবং পৌরসভায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থায়নে এ পদে নিয়োগ দিতে পারবে) | ১ |
| | **মোট ৩২ (বত্রিশ) ধরনের পদ** | |

গ (i) এ নীতিমালা জারি হওয়ার পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান) পদে কর্মরত শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা সমমানে পদার্থবিজ্ঞান/রসায়ন হলে ঐ শিক্ষককে সহকারী শিক্ষক (পদার্থবিজ্ঞান/রসায়ন) পদে সমন্বয় করতে হবে। সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট ০১টি শূন্য পদে সহকারী শিক্ষক (রসায়ন/পদার্থবিজ্ঞান) এনটিআরসিএ তে চাহিদা প্রদান করতে হবে।

গ (ii) এ নীতিমালা জারির পূর্বে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যারা "অফিস সহকারী কাম হিসাব সহকারী" হিসেবে কর্মরত আছেন তাদের পদবী "হিসাব সহকারী" হিসেবে পরিবর্তিত হবে।

**ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ (১১শ-১২শ)**

| ক্রমিক | পদবি | পদ সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | অধ্যক্ষ | ১ |
| ২ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) | ১ |
| ৩ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি) | ১ |
| ৪ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | ১ |
| ৫ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (অনুমোদন থাকলে ঐচ্ছিক প্রতি বিষয়ে ১ জন করে) | ১ |
| ৬ | শরীরচর্চা শিক্ষক | ১ |
| ৭ | প্রদর্শক (পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, উদ্ভিদবিজ্ঞান/প্রাণিবিজ্ঞান বিষয় অনুমোদন ও ল্যাব চালু থাকলে ঐচ্ছিক প্রতি বিষয়ে ০১ (এক) জন করে) | ১ |
| ৮ | সহকারী শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান) | ১ |
| ৯ | হিসাব সহকারী | ১ |
| ১০ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১ |
| ১১ | ল্যাব সহকারী (পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিজ্ঞান/প্রাণিবিজ্ঞান বিষয় অনুমোদন ও বিজ্ঞান ল্যাব চালু থাকলে ঐচ্ছিক প্রতি বিষয়ে ০১ (এক) জন করে) | ১ |
| ১২ | অফিস সহায়ক | ১ |
| ১৩ | নিরাপত্তা কর্মী | ১ |
| ১৪ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ১ |
| ১৫ | নৈশ প্রহরী | ১ |
| ১৬ | আয়া [মহিলা কলেজে জন্য/সহশিক্ষা চালু থাকলে] | ১ |
| | **মোট ১৬ (ষোলো) ধরনের পদ** | |

ঘ (i) এ নীতিমালায় 'অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর' এর ০১টি পদ হ্রাস পাওয়ায় এ নীতিমালা জারি হওয়ার পূর্বে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ (১১শ-১২শ) এ হ্রাসকৃত 'অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর' পদে এমপিওভুক্ত কর্মরত কর্মচারীর বিষয়ে এ নীতিমালায় বর্ণিত অনুচ্ছেদ ৪(৩) প্রযোজ্য হবে।

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঘ (ii) এ নীতিমালা জারির পূর্বে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে যারা 'অফিস সহকারী কাম হিসাব সহকারী' হিসেবে কর্মরত আছেন তাদের পদবী 'হিসাব সহকারী' হিসেবে পরিবর্তিত হবে।

ঙ) **স্নাতক (পাস) কলেজ (১১শ-১৫শ)**

| ক্রমিক | পদবি | পদ সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | অধ্যক্ষ | ১ |
| ২ | উপাধ্যক্ষ | ১ |
| ৩ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) | ২ |
| ৪ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি) | ২ |
| ৫ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (স্নাতক স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় চালু থাকলে) | ২ |
| ৬ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক {স্নাতক স্তর অনুমোদন ও চালু থাকলে এবং উক্ত বিষয়ে এই এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী কাম্য শিক্ষার্থী থাকলে ঐচ্ছিক প্রতি বিষয়ে ০২ (দুই) জন করে} | ২ |
| ৭ | শরীর চর্চা শিক্ষক | ১ |
| ৮ | প্রদর্শক (পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয় অনুমোদন ও ল্যাব চালু থাকলে ঐচ্ছিক প্রতি বিষয়ে ০১ (এক) জন করে) | ১ |
| ৯ | গ্রন্থাগার প্রভাষক | ১ |
| ১০ | সহকারী শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান) | ১ |
| ১১ | হিসাব সহকারী | ১ |
| ১২ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ২ |
| ১৩ | ল্যাব সহকারী (পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয় অনুমোদন ও ল্যাব চালু থাকলে ঐচ্ছিক প্রতি বিষয়ে ০১ (এক) জন করে) | ১ |
| ১৪ | অফিস সহায়ক | ৫ |
| ১৫ | নিরাপত্তা কর্মী | ১ |
| ১৬ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ২ |
| ১৭ | নৈশ প্রহরী | ১ |
| ১৮ | আয়া [মহিলা কলেজের জন্য/সহশিক্ষা চালু থাকলে] | ১ |
| | **মোট ১৮ (আঠারো) ধরনের পদ** | |

ঙ (i) এ নীতিমালা জারির পূর্বে স্নাতক (পাস) কলেজে যারা 'অফিস সহকারী কাম হিসাব সহকারী' হিসেবে কর্মরত আছেন তাদের পদবী 'হিসাব সহকারী' হিসেবে পরিবর্তিত হবে।

**(চ) স্নাতক (সম্মান) কলেজ (১১শ-১৬শ)**

| ক্রমিক | পদবি | পদ সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | অধ্যক্ষ | ১ |
| ২ | উপাধ্যক্ষ | ১ |
| ৩ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) | ২ |
| ৪ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি) | ২ |
| ৫ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ) | ২ |
| ৬ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক{স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) স্তর অনুমোদন ও চালু থাকলে এবং উক্ত বিষয়ে এই এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী কাম্য শিক্ষার্থী থাকলে প্রতি বিষয়ে ০১+০১+০৫=০৭ জন করে} | ৭ |
| ৭ | শরীর চর্চা শিক্ষক | ১ |
| ৮ | প্রদর্শক {পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয় অনুমোদন ও ল্যাব চালু থাকলে ঐচ্ছিক প্রতি বিষয়ে ০১ (এক) জন করে} | ১ |
| ৯ | গ্রন্থাগার প্রভাষক | ১ |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক | পদবি | পদ সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১০ | সহকারী শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান) | ১ |
| ১১ | হিসাব সহকারী | ১ |
| ১২ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ২ |
| ১৩ | ল্যাব সহকারী {পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয় অনুমোদন ও ল্যাব চালু থাকলে ঐচ্ছিক প্রতি বিষয়ে ০১ (এক) জন করে} | ১ |
| ১৪ | অফিস সহায়ক | ৫ |
| ১৫ | নিরাপত্তা কর্মী | ১ |
| ১৬ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ২ |
| ১৭ | নৈশ প্রহরী | ১ |
| ১৮ | আয়া [মহিলা কলেজের জন্য/সহশিক্ষা চালু থাকলে] | ১ |
| | **মোট ১৮ (আঠারো) ধরনের পদ** | |

চ (i) বাংলা/ইংরেজি/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু থাকলে উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক পদে ০৭ (সাত) জনের অধিক এমপিও ভুক্ত হতে পারবে না।

চ (ii) গত ২৩/১০/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বিধি মোতাবেক নিয়োগকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজে অনার্স-মাস্টার্সে কর্মরত অনধিক ৩৫০০ (তিন হাজার পাঁচ শত) জন শিক্ষক এর এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী কাম্য শিক্ষার্থী/পরীক্ষার্থী/পাসের হার থাকা সাপেক্ষে এমপিওভুক্ত করতে হবে।

**(ছ) স্নাতকোত্তর কলেজ (১১শ-১৭শ)**

| ক্রমিক | পদবি | পদ সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | অধ্যক্ষ | ১ |
| ২ | উপাধ্যক্ষ | ১ |
| ৩ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) | ২ |
| ৪ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি) | ২ |
| ৫ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ) | ২ |
| ৬ | প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক {স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর স্তর অনুমোদন ও চালু থাকলে এবং উক্ত বিষয়ে এই এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী কাম্য শিক্ষার্থী থাকলে প্রতি বিষয়ে ০১+০১+০৫+০২=০৯ জন করে} | ৯ |
| ৭ | শরীর চর্চা শিক্ষক | ১ |
| ৮ | প্রদর্শক {পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয় অনুমোদন ও ল্যাব চালু থাকলে ঐচ্ছিক প্রতি বিষয়ে ০১ (এক) জন করে} | ১ |
| ৯ | গ্রন্থাগার প্রভাষক | ১ |
| ১০ | সহকারী শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান) | ১ |
| ১১ | হিসাব সহকারী | ১ |
| ১২ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ২ |
| ১৩ | ল্যাব সহকারী {পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয় অনুমোদন ও ল্যাব চালু থাকলে ঐচ্ছিক প্রতি বিষয়ে ০১ (এক) জন করে} | ১ |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক | পদবি | পদ সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১৪ | অফিস সহায়ক | ৫ |
| ১৫ | নিরাপত্তা কর্মী | ১ |
| ১৬ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ২ |
| ১৭ | নৈশ প্রহরী | ১ |
| ১৮ | আয়া [মহিলা কলেজের জন্য/সহশিক্ষা চালু থাকলে] | ১ |
| | **মোট ১৮ (আঠার) ধরনের পদ** | |

ছ (i) বাংলা/ইংরেজি/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু থাকলে উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক পদে ০৯ (নয়) জনের অধিক এমপিও ভুক্ত হতে পারবে না। প্যাটার্নের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ থাকলে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান তার আর্থিক ব্যয়ভার নির্বাহ করবেন।

ছ (ii) চ (ii) এর শর্ত এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

| ক্রমিক | বিষয় |
|---|---|
| ৬.২ | **অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা/বিষয়/বিভাগ খোলার শর্তাবলি (নিম্ন মাধ্যমিক/মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়)**<br>**ক) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম):**<br>**(i)** প্রতিটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একক শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে সাধারণত ৫৫ (পঞ্চান্ন) জন। তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৫ (পঞ্চান্ন) এর অধিক হলে পরবর্তী ৫৫ (পঞ্চান্ন) জনের জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ২য় শাখা খোলা যাবে। তৃতীয়/পরবর্তী প্রতি শাখার জন্য পূর্ববর্তী শাখায় ৫৫ (পঞ্চান্ন) জন শিক্ষার্থী পূর্ণ হতে হবে। মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন প্রাপ্তির পর বৃদ্ধি প্রাপ্ত প্রতি শাখার জন্য অতিরিক্ত ০১ (এক) জন হিসেবে গণনাপূর্বক শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুমোদিত শ্রেণি শাখায় প্যাটার্নভুক্ত শূন্যপদে বিদ্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক এনটিআরসিএ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করবে এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান শিক্ষক নিয়োগ করবে: (১) বাংলা, (২) ইংরেজি, (৩) গণিত, (৪) সামাজিক বিজ্ঞান, (৫) ভৌত বিজ্ঞান, (৬) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, (৭) কৃষি শিক্ষা, (৮) ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, এবং (৯) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। নতুন শাখা অনুমোদন ব্যতীত একই বিষয়ে একাধিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে না। পূর্বের অনুমোদিত শাখায় বর্তমানে কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী না থাকলে বা শাখা চালু না থাকলে উক্ত শাখায় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে না।<br>(ii) ব্যক্তি এমপিও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালায় বর্ণিত পরিশিষ্ট "খ" অনুযায়ী কাম্য শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রযোজ্য হবে।<br>**খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১০ম)**<br>(i) নবম শ্রেণিতে মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ খোলার জন্য প্রতি বিভাগে (Each stream) ন্যূনতম ২৫ জন শিক্ষার্থী থাকিতে হবে। ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে বাস্তবতা বিবেচনায় এবং চাহিদার ভিত্তিতে উৎপাদনমুখী ও দক্ষ জনবল গড়ার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনে পরিপত্রের মাধ্যমে বিভাগ হ্রাস/বৃদ্ধি/একত্রীকরণ করতে পারবে এবং শিক্ষক/কর্মচারীদেরকে সরকার এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে পদ সমন্বয় করতে পারবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক/ট্রেডভিত্তিক/জীবনমুখী/কর্মমুখী বিষয়সমুহকে উৎসাহিত করা হবে এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি ট্রেডে ২০ জন হলেও গ্রহণযোগ্য হবে।<br>(ii) প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একক শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে ৫৫ (পঞ্চান্ন) জন। তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৫ (পঞ্চান্ন) এর অধিক হলে পরবর্তী ৫৫ (পঞ্চান্ন) জনের জন্য ২য় শাখা খোলা যাবে। তৃতীয়/পরবর্তী প্রতি শাখার জন্য পূর্ববর্তী শাখায় ৫৫ (পঞ্চান্ন) জন পূর্ণ হতে হবে। প্রতি শাখার জন্য ০১ (এক) জন হিসেবে গণনাপূর্বক শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুমোদিত শ্রেণি শাখায় প্যাটার্নভুক্ত শূন্যপদে বিদ্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক এনটিআরসিএ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করবে এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান শিক্ষক নিয়োগ করবে: (১) বাংলা, (২) ইংরেজি, (৩) গণিত, (৪) সামাজিক বিজ্ঞান, (৫) ভৌত বিজ্ঞান, (৬) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, (৭) কৃষি শিক্ষা, (৮) ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, এবং (৯) |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| | |
|---|---|
| | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। নতুন শাখা অনুমোদন ব্যতীত একই বিষয়ে একাধিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে না। তবে পূর্বের অনুমোদিত শাখায় বর্তমানে কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী না থাকলে বা শাখা চালু না থাকলে উক্ত শাখায় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে না।<br>(iii) ব্যক্তি এমপিও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালায় বর্ণিত পরিশিষ্ট "খ" অনুযায়ী কাম্য শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রযোজ্য হবে।<br>**গ) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২শ)**<br>(i) একাদশ শ্রেণিতে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ খোলার জন্য প্রতি বিভাগে (Each stream) ন্যূনতম ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন এবং বিজ্ঞান বিভাগে ২৫ (পঁচিশ) জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে। মফস্বলে মানবিক/ব্যবসায় খোলার জন্য প্রতি বিভাগে ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) জন এবং বিজ্ঞান বিভাগে ন্যূনতম ২০ (বিশ) জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক/ট্রেডভিত্তিক/জীবনমুখী/কর্মমুখী বিষয়সমুহকে উৎসাহিত করা হবে এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি ট্রেডে ২০ (বিশ) জন হলেও গ্রহণযোগ্য হবে।<br>(ii) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যতীত সাধারণত প্রতি বিভাগে শাখাভিত্তিক চারটি বিষয় (Subject) থাকবে। তবে ৫ম বা ততোধিক বিষয় খুলতে হলে ঐ বিষয়ে একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে মোট শিক্ষার্থী ৯০ (নব্বই) জন থাকতে হবে।<br>(iii) প্রভাষকদের এমপিও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা শহরে (সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদরের পৌরসভা) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দুই বর্ষ মিলে ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) জন এবং মফস্বলে ৪০ (চল্লিশ) জন থাকতে হবে। |
| ৬.৩ | **উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ/স্নাতক (পাস) কলেজ/স্নাতক (সম্মান) কলেজ/স্নাতকোত্তর কলেজে বিষয়/বিভাগ খোলার শর্তাবলি**<br>**(ক) উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ (১১শ-১২শ):**<br>(i) একাদশ শ্রেণিতে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ খোলার জন্য প্রতি বিভাগে (Each stream) ন্যূনতম ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন এবং বিজ্ঞান বিভাগে ২৫ (পঁচিশ) জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে। মফস্বলে মানবিক/ব্যবসায় খোলার জন্য প্রতি বিভাগে ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) জন এবং বিজ্ঞান বিভাগে ন্যূনতম ২০ (বিশ) জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক/ট্রেডভিত্তিক/জীবনমুখী/কর্মমুখী বিষয়সমুহকে উৎসাহিত করা হবে এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি ট্রেডে ২০ (বিশ) জন হলেও গ্রহণযোগ্য হবে।<br>(ii) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যতীত সাধারণত প্রতি বিভাগে শাখাভিত্তিক চারটি বিষয় (Subject) থাকবে। তবে ৫ম বা ততোধিক বিষয় খুলতে হলে ঐ বিষয়ে একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে মোট শিক্ষার্থী ৯০ (নব্বই) জন থাকতে হবে।<br>iii) প্রভাষকদের এমপিও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা শহরে (সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদরের পৌরসভা) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দুই বর্ষ মিলে ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) জন এবং মফস্বলে ৪০ (চল্লিশ) জন থাকতে হবে। মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে প্রভাষক এমপিও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা শহরে (সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদরের পৌরসভা) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দুই বর্ষ মিলে ন্যূনতম ৪০ (চল্লিশ) জন এবং মফস্বলে ৩০ (ত্রিশ) জন থাকতে হবে।<br>**(খ) স্নাতক (পাস) কলেজ (১১শ-১৫শ):**<br>(i) একাদশ শ্রেণিতে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ খোলার জন্য প্রতি বিভাগে (Each stream) ন্যূনতম ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন এবং বিজ্ঞান বিভাগে ২৫ (পঁচিশ) জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে। মফস্বলে মানবিক/ব্যবসায় খোলার জন্য প্রতি বিভাগে ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) জন এবং বিজ্ঞান বিভাগে ন্যূনতম ২০ (বিশ) জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক/ট্রেডভিত্তিক/জীবনমুখী/কর্মমুখী বিষয়সমুহকে উৎসাহিত করা হবে এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি ট্রেডে ২০ (বিশ) জন হলেও গ্রহণযোগ্য হবে।<br>(ii) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যতীত সাধারণত প্রতি বিভাগে শাখাভিত্তিক চারটি বিষয় (Subject) থাকবে। তবে ৫ম বা ততোধিক বিষয় খুলতে হলে ঐ বিষয়ে একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে মোট শিক্ষার্থী ৯০ (নব্বই) জন থাকতে হবে। |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

iii) স্নাতক (পাস) ১ম বর্ষে বিএ/বিএসএস/বিবিএস/বিএসসি শিক্ষা খোলার জন্য শহরে প্রতি বিভাগে প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে। স্নাতক (পাস) ১ম বর্ষে মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা খোলার জন্য মফস্বলে প্রতি বিভাগে প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) জন এবং বিজ্ঞান বিভাগে প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ২০ (বিশ) জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে।

(iv) স্নাতক (পাস) পর্যায়ে সাধারণত প্রতি বিভাগে তিনটি বিষয় (Subject) থাকবে, তবে ৪র্থ বা ততোধিক ঐচ্ছিক বিষয় খুলতে হলে ঐ বিষয়ে ১ম বর্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমপক্ষে ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ন্যূনতম ৯০ (নব্বই) জন থাকতে হবে।

(v) প্রভাষকদের এমপিও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা শহরে (সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদরের পৌরসভা) স্নাতক স্তরে তিন বর্ষ মিলে ন্যূনতম ৭৫ (পঁচাত্তর) জন এবং মফস্বলে ৫০ (পঞ্চাশ) জন থাকতে হবে। মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে প্রভাষকদের এমপিও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা শহরে (সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদরের পৌরসভা) স্নাতক স্তরে তিন বর্ষ মিলে ন্যূনতম ৬০ (ষাট) জন এবং মফস্বলে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) জন থাকতে হবে।

**(গ) স্নাতক (সম্মান) (১১শ – ১৬শ)**

i) একাদশ শ্রেণিতে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ খোলার জন্য প্রতি বিভাগে (Each stream) ন্যূনতম ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন এবং বিজ্ঞান বিভাগে ২৫ (পঁচিশ) জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে। মফস্বলে মানবিক/ব্যবসায় খোলার জন্য প্রতি বিভাগে ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) জন এবং বিজ্ঞান বিভাগে ন্যূনতম ২০ (বিশ) জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক/ট্রেডভিত্তিক/জীবনমুখী/কর্মমুখী বিষয়সমুহকে উৎসাহিত করা হবে এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি ট্রেডে ২০ (বিশ) জন হলেও গ্রহণযোগ্য হবে।

(ii) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যতীত সাধারণত প্রতি বিভাগে শাখাভিত্তিক চারটি বিষয় (Subject) থাকবে। তবে ৫ম বা ততোধিক বিষয় খুলতে হলে ঐ বিষয়ে একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে মোট শিক্ষার্থী ৯০ (নব্বই) জন থাকতে হবে।

iii) স্নাতক(পাস) ১ম বর্ষে বিএ/বিএসএস/বিবিএস/বিএসসি শিক্ষা খোলার জন্য শহরে প্রতি বিভাগে প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে। স্নাতক (পাস) ১ম বর্ষে মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা খোলার জন্য মফস্বলে প্রতি বিভাগে প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) জন এবং বিজ্ঞান বিভাগে প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ২০ (বিশ) জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে।

(iv) স্নাতক (পাস) পর্যায়ে সাধারণত প্রতি বিভাগে তিনটি বিষয় (Subject) থাকবে, তবে ৪র্থ বা ততোধিক ঐচ্ছিক বিষয় খুলতে হলে ঐ বিষয়ে ১ম বর্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমপক্ষে ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ন্যূনতম ৯০ (নব্বই) জন থাকতে হবে।

(v) স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্যাটার্নভুক্ত শিক্ষকের সকল পদে প্রভাষকদের এমপিও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা শহরে স্নাতক (সম্মান) স্তরে চার বর্ষ মিলে ন্যূনতম ১০০ (একশত) জন এবং মফস্বলে ৯০ (নব্বই) জন থাকতে হবে। তবে শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুপাতে শিক্ষকদের এমপিও ভুক্ত করা যাবে। মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্যাটার্নভুক্ত শিক্ষকের সকল পদে প্রভাষকদের এমপিও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা শহরে স্নাতক (সম্মান) স্তরে চার বর্ষ মিলে ন্যূনতম ৯০ (নব্বই) জন এবং মফস্বলে ৭০ (সত্তর) জন থাকতে হবে। তবে শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুপাতে শিক্ষকদের এমপিও ভুক্ত করা যাবে।

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**(ঘ) স্নাতকোত্তর (১১শ – ১৭শ)**

i) একাদশ শ্রেণিতে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ খোলার জন্য প্রতি বিভাগে (Each stream) ন্যূনতম ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন এবং বিজ্ঞান বিভাগে ২৫ (পঁচিশ) জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে। মফস্বলে মানবিক/ব্যবসায় খোলার জন্য প্রতি বিভাগে ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) জন এবং বিজ্ঞান বিভাগে ন্যূনতম ২০ (বিশ) জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক/ট্রেডভিত্তিক/জীবনমুখী/কর্মমুখী বিষয়সমূহকে উৎসাহিত করা হবে এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি ট্রেডে ২০ (বিশ) জন হলেও গ্রহণযোগ্য হবে।

(ii) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যতীত সাধারণত প্রতি বিভাগে শাখাভিত্তিক চারটি বিষয় (Subject) থাকবে। তবে ৫ম বা ততোধিক বিষয় খুলতে হলে ঐ বিষয়ে একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে মোট শিক্ষার্থী ৯০ (নব্বই) জন থাকতে হবে।

iii) স্নাতক(পাস) ১ম বর্ষে বিএ/বিএসএস/বিবিএস/বিএসসি শিক্ষা খোলার জন্য শহরে প্রতি বিভাগে প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে। স্নাতক (পাস) ১ম বর্ষে মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা খোলার জন্য মফস্বলে প্রতি বিভাগে প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) জন এবং বিজ্ঞান বিভাগে প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ২০ (বিশ) জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে।

(iv) স্নাতক (পাস) পর্যায়ে সাধারণত প্রতি বিভাগে তিনটি বিষয় (Subject) থাকবে, তবে ৪র্থ বা ততোধিক ঐচ্ছিক বিষয় খুলতে হলে ঐ বিষয়ে ১ম বর্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমপক্ষে ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ন্যূনতম ৯০ (নব্বই)জন থাকতে হবে।

(v) স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্যাটার্নভুক্ত শিক্ষকের সকল পদে প্রভাষকদের এমপিও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা শহরে স্নাতক (সম্মান) স্তরে চার বর্ষ মিলে ন্যূনতম ১০০ (একশত) জন এবং মফস্বলে ৯০ (নব্বই) জন থাকতে হবে তবে শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুপাতে শিক্ষকদের এমপিও ভুক্ত করা যাবে। মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্যাটার্নভুক্ত শিক্ষকের সকল পদে প্রভাষকদের এমপিও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা শহরে স্নাতক (সম্মান) স্তরে চার বর্ষ মিলে ন্যূনতম ৯০ (নব্বই) জন এবং মফস্বলে ৭০ (সত্তর) জন থাকতে হবে তবে শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুপাতে শিক্ষকদের এমপিও ভুক্ত করা যাবে।

(vi) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্যাটার্নভুক্ত শিক্ষকের সকল পদে প্রভাষকদের এমপিও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা শহরে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) জন এবং মফস্বলে ২০ (বিশ) জন থাকতে হবে। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যানুপাতে শিক্ষকদের এমপিও ভুক্ত করা যাবে। মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্যাটার্নভুক্ত শিক্ষকের সকল পদে প্রভাষকদের এমপিও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা শহরে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনতম ২০ (বিশ) জন এবং মফস্বলে ১৫ (পনেরো) জন থাকতে হবে। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যানুপাতে শিক্ষকদের এমপিও ভুক্ত করা যাবে।

### ৭.১ শিক্ষক/প্রদর্শকের চাহিদা প্রেরণ

প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত একক শ্রেণি শাখার শিক্ষক অথবা প্যাটার্নভুক্ত শূন্য পদে শিক্ষক/প্রদর্শক নিয়োগের জন্য চাহিদা উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এর নিকট প্রেরণ করবেন। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার তার সঠিকতা যাচাই করে নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন। জেলা শিক্ষা অফিসার তাঁর জেলার সকল চাহিদা যাচাইপূর্বক একীভূত করে এনটিআরসিএ/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। ভুল চাহিদা প্রেরণ করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসার দায়ী থাকবেন।

**৭.২ শিক্ষকতার বিষয় নির্ধারণ**

৭.২.১ শিক্ষকমন্ডলীকে তাঁদের মূল বিষয় ছাড়াও প্রয়োজনে অন্যান্য বিষয়ে পাঠদান করতে হবে।

৭.২.২ শিক্ষকদের ক্লাস/পিরিয়ড বিষয়ভিত্তিক ক্লাসের চাহিদানুযায়ী নিরূপিত হবে। তাছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতি শিক্ষকের ন্যূনতম অপর ২টি বিষয়ে ক্লাস নেয়ার দক্ষতা থাকতে হবে।

৭.২.৩ উচ্চতর স্তরের শিক্ষকদের প্রয়োজনে নিম্ন শ্রেণিসমূহের ক্লাস নিতে হবে।

৭.২.৪ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষককে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত ও অবশ্য অনুকরণীয় সহ-পাঠ্যক্রমিক বিষয়ের ন্যূনতম একটি বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৭.২.৫ প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ-কে সপ্তাহে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) টি এবং উপাধ্যক্ষ/সহকারী প্রধান শিক্ষক-কে সপ্তাহে ন্যূনতম ০৮ (আট) টি ক্লাস নিতে হবে।

**৮। প্রতিষ্ঠানে শিফট/ব্রাঞ্চ খোলার শর্তাবলি (শুধু মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়)**

**৮.১ প্রতিষ্ঠানের শিফট খোলার শর্তাবলী:** যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিফট বিদ্যমান আছে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিসমূহের মধ্যে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ন্যূনতম ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) জন হলে শিফট বিদ্যমান থাকবে এবং শিফটের বিপরীতে নিয়োজিত শিক্ষক/কর্মচারীদের এমপিও চলমান থাকবে। এ নীতিমালা জারির পর বাস্তবতার নিরিখে উপযুক্ততা থাকলে চাহিদার ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অনুমতিক্রমে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন করে ২য় শিফট খোলা যাবে। এ ক্ষেত্রে ২য় শিফট এমপিও করার জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, পাশের হার ইত্যাদি পৃথক পৃথক বিবেচনা করতে হবে এবং কোনভাবেই প্রভাতী শিফটের শিক্ষার্থী/পরীক্ষার্থী/ফলাফলকে দিবা শিফটে কিংবা দিবা শিফটের শিক্ষার্থী/পরীক্ষার্থী/ফলাফলকে প্রভাতী শিফটে দেখানো যাবে না। শিফটের ক্ষেত্রে এমপিও কোড আলাদা হবে যেখানে শিফটের নাম (প্রভাতী/দিবা) উল্লেখ থাকবে। তবে প্রতিষ্ঠানের EIIN নম্বর হবে একটা যা ব্যানবেইস এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ড উল্লেখপূর্বক নিশ্চিত করবে। প্রশাসনিক ও ভৌত অবকাঠামো, সর্বোচ্চ শ্রেণি শাখার প্রযোজ্য শর্তসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে কেবল মাধ্যমিক পর্যায়ে শিফট খোলা যাবে । প্রতি শ্রেণিতে অতিরিক্ত দুইটি শাখার কাম্য শিক্ষার্থী থাকলেই শিফট খোলার অনুমতি দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম কাম্য শিক্ষার্থী হবে, ৮২৫ জন + ২৭৫ জন + ২৭৫ জন= ১৩৭৫ জন।

**৮.২ ব্রাঞ্চ/চেইন স্কুল-কলেজ খোলার শর্তাবলী:** কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার অনুমোদিত মূল ক্যাম্পাস ব্যতীত অন্য কোথাও ব্রাঞ্চ/চেইন স্কুল-কলেজ খুলতে পারবে না। তবে বাস্তবতা বিবেচনায় চাহিদা, উপযুক্ততা এবং প্রতিষ্ঠানের নামে খতিয়ানভুক্ত ও নামজারিকৃত নিজস্ব জমি থাকলে ঐ জমিতে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন ব্রাঞ্চ/চেইন স্কুল-কলেজ খোলার বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বিবেচনা করতে পারবে। ইতোমধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠানে ব্রাঞ্চ অনুমোদিত আছে (সিটি কর্পোরেশন/অন্যান্য) সে সকল প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের নন এমপিও পদে বা নন এমপিও শিক্ষককে এমপিও পদে পদায়ন/বদলী করা যাবে না । নন এমপিও শিক্ষককে এমপিও পদের বিপরীতে পদায়ন/বদলী করে এমপিও ভুক্তির জন্য আবেদন করলে তা বিবেচনা করা হবে না।

**৯। পদ সমন্বিতকরণ**

৯.১ বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ নীতিমালায় বর্ণিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োজিত থাকবে।

৯.২ এ জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীর প্রাপ্যতা নির্ধারণের পর কোনো প্রতিষ্ঠানে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা যদি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত হয় তবে অতিরিক্ত পদসমূহ উদ্বৃত্ত পদ বলে বিবেচিত হবে। এরূপ উদ্বৃত্ত পদে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত অতিরিক্ত জনবল থাকলে তাঁরা বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ পেতে থাকবেন। এ সকল পদ শূন্য হলে উক্ত পদে নতুনভাবে আর কাউকে নিয়োগ দেয়া যাবে না। তবে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহপ্রধান ব্যতীত প্যাটার্নভুক্ত অন্য কোন পদ কোনো কারণে শূন্য হলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত উদ্বৃত্ত পদ হতে শূন্য পদে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে শিক্ষক/কর্মচারী সমন্বয় করতে হবে।

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৯.৩ উদ্বৃত্ত পদের শিক্ষক সমন্বয় করা সম্ভব না হলে জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা মোতাবেক প্যাটার্নভুক্ত শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে এবং তারা এমপিওভুক্ত হতে পারবেন।

৯.৪ (ক) একাডেমিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক স্তর এমপিওভুক্ত না হয়ে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর এমপিওভুক্ত হলে মাধ্যমিক স্তরে বিধি ও যোগ্যতা মোতাবেক যথাযথ ভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত কোনো বিষয়ের শিক্ষককে ঐ প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে জনবল কাঠামো অনুযায়ী শূন্য পদে একই বিষয়ে সমন্বয় করা যাবে। এ ক্ষেত্রে পরবর্তীতে মাধ্যমিক স্তর এমপিও ভুক্ত হলে সমন্বয়কৃত পদটি শূন্য না হওয়া পর্যন্ত ঐ বিষয়ে এনটিআরসিএ তে আর চাহিদা প্রেরণ বা শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা যাবে না। বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীরা যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে শূন্য পদের বিপরীতে সমন্বয় হতে পারবেন। শুধু নিরাপত্তাকর্মী/নৈশ প্রহরী/আয়া/অফিস সহায়ক/পরিচ্ছন্নতা কর্মী পদে এস.এস.সি/দাখিল/সমমান সনদধারীরা সমন্বয়ের জন্য বিবেচিত হবেন।

(খ) স্নাতক (পাস) স্তরে অধিভুক্ত কলেজসমূহ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এমপিও ভুক্ত; কিন্তু স্নাতক (পাস) স্তরে এমপিও ভুক্ত না হলে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কোনো প্রভাষক পদ শূন্য থাকলে স্নাতক (পাস) স্তরের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ সালের পূর্ব বিধি মোতাবেক ও জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী প্যাটার্নভুক্ত পদে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও বিষয়ে প্রভাষক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সমন্বয়ের মাধ্যমে এমপিও ভুক্ত হতে পারবেন। বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীরা যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে শূন্য পদের বিপরীতে সমন্বয় হতে পারবেন। শুধু নিরাপত্তাকর্মী/নৈশ প্রহরী/আয়া/অফিস সহায়ক/পরিচ্ছন্নতা কর্মী পদে এস.এস.সি/দাখিল/সমমান সনদধারীরা সমন্বয়ের জন্য বিবেচিত হবেন।

৯.৫ এমপিও ভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে ঐ প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় অফিস আদেশ জারি করে নিকটবর্তী কোনো সমপর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে সমন্বয় করতে পারবে।

৯.৬ অনগ্রসর গোষ্ঠী/দুর্গম পার্বত্য এলাকা/পিছিয়ে পড়া এলাকা/বস্তি/হাওড়-বাওড়/চরাঞ্চল প্রভৃতি এলাকার বাস্তবতা বিবেচনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সময়ে সময়ে পরিপত্রের মাধ্যমে কোটার বিষয়ে আদেশ জারি করতে পারবে।

১০। সরকার সময়ে সময়ে কোন বিষয়কে আবশ্যিক হিসেবে ঘোষণা করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে উক্ত বিষয়টি এ নীতিমালায় প্যাটার্নভুক্ত পদের অর্ন্তভুক্ত হবে এবং উক্ত পদে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মচারীগণ এমপিওভুক্ত হবেন।

**১১। শিক্ষক ও কর্মচারীদের (স্কুল ও কলেজ) বেতন-ভাতা নির্ধারণ**

১১.১ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-প্রদর্শককে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এনটিআরসিএ'র নিবন্ধনধারী ও সুপারিশপ্রাপ্ত হতে হবে। প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীকে পরিশিষ্ট 'ঘ' তে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। এনটিআরসিএ এর নিবন্ধন শুরু হওয়ার পূর্বের সময়ের শিক্ষক-কর্মচারীকে নিয়োগকালীন চাকরিবিধি অনুযায়ী কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধি মোতাবেক নিয়োগ প্রাপ্ত হতে হবে।

১১.২ বেসরকারি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ নীতিমালা জারির পূর্বে বিধি মোতাবেক নিয়োগ প্রাপ্ত নিয়োগকালীন কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির সময়ে পরিশিষ্ট **'ঘ'** অনুযায়ী কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকলে বর্ণিত স্কেলের এক ধাপ নিচের স্কেলে বেতন-ভাতাদি পাবেন। তবে অভিজ্ঞতা পূর্ণ হলে পরিশিষ্ট **'ঘ'** অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। এ নীতিমালা জারি হওয়ার পর এমপিওভুক্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনবল কাঠামোর পরিশিষ্ট **'ঘ'** তে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত কাউকে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

১১.৩ নিম্ন-মাধ্যমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষায় ডিগ্রিবিহীন কোনো সহকারী শিক্ষক/সহকারী মৌলভী যোগদানের ০৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ/সরকার কর্তৃক শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য অনুমোদিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষায় ডিগ্রি (বিএড/বিএমএড/সমমান-যাদের ক্ষেত্রে এ সকল ডিগ্রি প্রযোজ্য) অর্জন করলে তিনি এ ডিগ্রির জন্য জাতীয় বেতন স্কেলের গ্রেড-১০ এ বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। শিক্ষায় ডিগ্রির জন্য প্রাপ্য এ গ্রেড উচ্চতর স্কেল/গ্রেড হিসেবে গণনাযোগ্য হবে না। এই জনবল কাঠামো জারির পূর্বে শিক্ষায় ডিগ্রি বিহীন এমপিও ভুক্ত শিক্ষকগণ এ জনবল কাঠামো জারির পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষায় ডিগ্রি (বিএড/বিএমএড/সমমান-যাদের ক্ষেত্রে এ সকল ডিগ্রি প্রযোজ্য) অর্জন করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলি সময়ে সময়ে পরিদর্শনপূর্বক হালনাগাদযোগ্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

মেহ্‌রানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১.৪ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ/স্নাতক (পাস) কলেজ/স্নাতক (সম্মান) কলেজ/স্নাতকোত্তর কলেজের এমপিওভুক্ত প্রভাষকগণ প্রভাষক পদে এমপিও ভুক্তির তারিখ হতে ০৮ (আট) বছর সন্তোষ জনক চাকরি পূর্তিতে প্যাটার্ন ভুক্ত প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপকের মোট পদের ৫০% নির্ধারিত বিভিন্ন সূচকে মোট ১০০ নম্বরের মূল্যায়নের ভিত্তিতে 'সহকারী অধ্যাপক' পদে পদোন্নতি পাবেন। ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ০.৫ বা তার বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা গণনা করে পদোন্নতি দেয়া যাবে। এতে মোট পদ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। অন্যান্য প্রভাষকগণ এমপিওভুক্তির ১০ (দশ) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্তিতে বেতন স্কেলের গ্রেড ৯ থেকে ৮ প্রাপ্য হবেন এবং পরবর্তী ০৬ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে এমপিও ভুক্তির ১৬ (ষোল) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্তিতে 'সহকারী অধ্যাপক' পদে পদোন্নতি পাবেন। পদোন্নতি ব্যতীত সমগ্র চাকরি জীবনে দুটির বেশি উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্য হবেন না। এ নীতিমালা জারির পূর্বে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/স্কুল এন্ড কলেজ/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে যারা "জ্যেষ্ঠ প্রভাষক" হিসেবে বর্তমানে কর্মরত আছেন তাদের পদবি "সহকারী অধ্যাপক" হিসেবে পরিবর্তিত হবে।

**১১.৫ সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে মোট ১০০ নম্বরের মূল্যায়নে সূচক হবে নিম্নরূপ**

| ক্রমিক | বিষয় | নম্বর |
|---|---|---|
| ১. | এমপিও প্রাপ্তি থেকে জ্যেষ্ঠতা | ৩৫ নম্বর |
| ২. | একাডেমিক পরীক্ষার ফলাফল | ১৫ নম্বর |
| ৩. | ক্লাসে মোট উপস্থিতি | ২০ নম্বর |
| ৪. | এমপিও ভুক্তির পর থেকে কোনো নেতিবাচক মন্তব্য/বিরূপ রেকর্ড না থাকলে | ০৫ নম্বর |
| ৫. | কোনো ফৌজদারী মামলা না থাকলে | ০৫ নম্বর |
| ৬. | প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পর থেকে অনুকরণীয়/সৃজনশীল দৃষ্টান্ত | ০৫ নম্বর |
| ৭. | ভার্চুয়াল ক্লাস নেয়ার দক্ষতা/মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে | ০৫ নম্বর |
| ৮. | উচ্চতর ডিগ্রি (যেমন: এম.ফিল/পিএইচ.ডি) থাকলে | ০৫ নম্বর |
| ৯. | গবেষণা কর্ম/স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ থাকলে | ০৫ নম্বর |
| সর্বমোট (একশত) | | ১০০ নম্বর |

১১.৫ (১) অনুযায়ী কোনো শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা/পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত ফৌজদারী মামলা/অন্য কোনো ফৌজদারী মামলা/নৈতিক স্খলন এবং এ কারণে সাময়িক বরখাস্ত থাকলে পদোন্নতির জন্য বিবেচনায় আসবেন না ।

১১.৫(২) দুই বা ততোধিক শিক্ষক সমান নম্বর প্রাপ্ত হলে তাঁদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২৫ এর ধারা ১৩ প্রযোজ্য হবে ।

১১.৫(৩) ক) এমপিও প্রাপ্তি সংক্রান্ত নম্বরের ধারাক্রম (মোট নম্বর-৩৫)

| ক্র:নং: | | মোট নম্বর |
|---|---|---|
| ১ | এমপিওভুক্ত কাল ৮ বছর পূর্ণ হলে | ২১ |
| ২ | এমপিওভুক্ত কাল ৯ বছর পূর্ণ হলে | ২৩ |
| ৩ | এমপিওভুক্ত কাল ১০ বছর পূর্ণ হলে | ২৫ |
| ৪ | এমপিওভুক্ত কাল ১১ বছর পূর্ণ হলে | ২৭ |
| ৫ | এমপিওভুক্ত কাল ১২ বছর পূর্ণ হলে | ২৯ |
| ৬ | এমপিওভুক্ত কাল ১৩ বছর পূর্ণ হলে | ৩১ |
| ৭ | এমপিওভুক্ত কাল ১৪ বছর পূর্ণ হলে | ৩৩ |
| ৮ | এমপিওভুক্ত কাল ১৫ বছর পূর্ণ হলে | ৩৫ |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১.৫ (৩) খ) একাডেমিক পরীক্ষার ফলাফল: (মোট নম্বর-১৫)

| ক্র:নং | পরীক্ষার নাম | নম্বর বন্টন | বিস্তারিত ফলাফল |
|---|---|---|---|
| ১ | এসএসসি/সমমান | ৩<br>২<br>১ | ১ম বিভাগ/জিপিএ/সিজিপিএ-৩<br>২য় বিভাগ/জিপিএ/সিজিপিএ -২<br>৩য় বিভাগ/জিপিএ/সিজিপিএ -১ |
| ২ | এইচএসসি/সমমান | ৩<br>২<br>১ | ১ম বিভাগ/জিপিএ/সিজিপিএ-৩<br>২য় বিভাগ/জিপিএ/সিজিপিএ -২<br>৩য় বিভাগ/জিপিএ/সিজিপিএ -১ |
| ৩ | স্নাতক-পাস (২ বছর/৩ বছর)/ স্নাতক (সম্মান-৩ বছর)/সমমান | ৬<br>৪<br>৩ | ১ম বিভাগ/জিপিএ/সিজিপিএ-৬<br>২য় বিভাগ/জিপিএ/সিজিপিএ -৪<br>৩য় বিভাগ/জিপিএ/সিজিপিএ -৩ |
| ৪ | ৪ বছরের অনার্স/সমমান | ৮<br>৬<br>৪ | ১ম বিভাগ/শ্রেণি/জিপিএ/সিজিপিএ-৮<br>২য় বিভাগ/শ্রেণি/জিপিএ/সিজিপিএ -৬<br>৩য় বিভাগ/শ্রেণি/জিপিএ/সিজিপিএ -৪ |
| ৫ | স্নাতক-পাস (২ বছর/৩ বছর)/স্নাতক (সম্মান ৩ বছর/সম্মানসহ মাস্টার্স) | ৩<br>২<br>১ | ১ম বিভাগ/শ্রেণি/জিপিএ/সিজিপিএ-৩<br>২য় বিভাগ/শ্রেণি/জিপিএ/সিজিপিএ -২<br>৩য় বিভাগ/শ্রেণি/জিপিএ/সিজিপিএ -১ |
| ৬ | ৪ বছরের অনার্স/সম্মানসহ মাস্টার্স | ১ | ১ম বিভাগ/শ্রেণি/জিপিএ/সিজিপিএ-১ |

বিভাগ/শ্রেণি এর সমমান জিপিএ/সিজিপিএ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র প্রযোজ্য হবে।

১১.৫(৩) (গ) কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ক্লাস রুটিন অনুযায়ী ক্লাসে উপস্থিত থেকে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে মূল্যায়ন হবে। এ ক্ষেত্রে ক্লাসে উপস্থিত থেকে পাঠদানের কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণের জন্য আলাদা রেজিস্ট্রার সংরক্ষিত হবে।

| ক্র:নং | | মোট নম্বর |
|---|---|---|
| ১ | ১০০% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন | ২০ |
| ২ | ৯৯% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন | ১৮ |
| ৩ | ৯৮% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন | ১৬ |
| ৪ | ৯৭% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন | ১৪ |
| ৫ | ৯৬% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন | ১২ |
| ৬ | ৯৫% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন | ১০ |
| ৭ | ৯৪% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন | ৮ |
| ৮ | ৯৩% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন | ৬ |
| ৯ | ৯২% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন | ৪ |
| ১০ | ৯১% উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন | ২ |
| ১১ | ৯০% বা তার নিচে হলে উপস্থিত থেকে শ্রেণি কার্যক্রম সম্পাদন | ০ |

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ছুটি কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে। অসাধারণ ছুটি পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে না।

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১.৫(৩) (ঘ) এমপিওভুক্তির পর থেকে কোনো নেতিবাচক মন্তব্য/বিরূপ রেকর্ড না থাকলে: (মোট নম্বর-৫)

নেতিবাচক বা বিরূপ রেকর্ড বলতে কোনো শিক্ষকের কর্মকান্ডে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক/একাডেমিক কর্মকান্ডে বিরূপ প্রভাব ফেলে বা প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হয় এবং শৃঙ্খলা পরিপন্থী বা রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কর্মকান্ডে জড়িত হওয়াকে বুঝায়।

১১.৫(৩) (ঙ) কোনো ফৌজদারী মামলা না থাকলে: (মোট নম্বর-৫)

ফৌজদারী আদালতে তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক অভিযোগপত্র দাখিল বা অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক অভিযোগ গঠনকে বুঝাবে।

১১.৫(৩) (চ) প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পর থেকে অনুকরণীয়/সৃজনশীল দৃষ্টান্ত: (মোট নম্বর-৫)

১) বিজ্ঞান মেলা, বৃক্ষরোপন, শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক কার্যক্রম, সহপাঠ কার্যক্রম যেমন: প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ক্লাব (বিতর্ক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান, সাঁতার, খেলাধুলা, অনুষ্ঠান উপস্থাপনা, পরিবেশ অধ্যয়ন প্রভৃতি) স্থাপন ও পরিচালনা, একাডেমিক পরিবেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ রাখা, বাল্যবিবাহ রোধে ভুমিকা রাখা, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, রোভার স্কাউটস, গার্লস গাইড, প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তাজনিত কার্যক্রম ইত্যাদিতে ভুমিকা রাখা বুঝাবে।

**শর্ত:**
(১) কোনো শিক্ষকের দক্ষতা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মূল্যায়ণ করবেন;
(২) উপর্যুক্ত ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণক থাকতে হবে;
(৩) কলেজ গভর্নিং বডি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

১১.৫(৩) (ছ) ভার্চুয়াল ক্লাস নেওয়ার দক্ষতা/মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে: (মোট নম্বর-৫)
(১) গৃহীত ভার্চুয়াল ক্লাসের সংখ্যা;
(২) ক্লাস গ্রহণের প্লাটফর্ম;
(৩) ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুতের সক্ষমতা;
(৪) ক্লাস গ্রহণের ক্ষেত্রে উপস্থাপনা বা কৌশল;
(৫) ক্লাস গ্রহণের ক্ষেত্রে উপস্থাপিত তথ্য, ছবি, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি।

১১.৫(৩) (জ) উচ্চতর ডিগ্রি (যেমন: এমফিল/পিএইচডি) থাকলে: (মোট নম্বর-৫)
যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যাদয় থেকে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করলে-০৩ নম্বর এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করলে-০৫ নম্বর
১১.৫(৩) (ঝ) গবেষণা কর্ম/স্বীকৃত জার্নালে প্রবন্ধ থাকলে: (মোট নম্বর-৫)
১১.৫(৩) (ঞ) প্রতিটি সূচকে কলেজের অধ্যক্ষ যাচাইপূর্বক নম্বর প্রদান করবেন এবং গভর্নিংবডির সভায় তা অনুমোদিত হতে হবে। মূল্যায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১১.৫(৩) বর্ণিত কমিটি কর্তৃক সূচকগুলো মূল্যায়ন করে পদোন্নতি প্রদান করবে। কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা থাকলে পদোন্নতির জন্য বিবেচনায় আসবে না।

| | ক্রম | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ/স্নাতক (পাস)/স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কলেজে প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি বাছাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠিত হবে। | |
|---|---|---|---|
| | | কমিটির সদস্যগণের পদবী | কমিটিতে পদবী (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) |
| ১১.৫ (৩) | ১ | জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা) | আহবায়ক |
| | ২ | পরিচালক (সংশ্লিষ্ট অঞ্চল) /প্রতিনিধি | সদস্য |
| | ৩ | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি | সদস্য |
| | ৪ | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) | সদস্য |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ৫ | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি | সদস্য |
| | ৬ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি (সহযোগী অধ্যাপক পদ মর্যাদার নীচে নহে) | সদস্য |
| | ৭ | উপপরিচালক (কলেজ), সংশ্লিষ্ট অঞ্চল | সদস্য |
| | ৮ | জেলা শিক্ষা অফিসার (সংশ্লিষ্ট জেলা) | সদস্য সচিব |

**কমিটির কর্মপরিধি:**

ক) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা- ২০২৫ অনুযায়ী কমিটি বেসরকারি (উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/স্কুল এন্ড কলেজ/কলেজ) কর্মরত প্রভাষকদের সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদানে সুপারিশ করবেন।

খ) পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে কমিটি ১১.৫(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ০৯ (নয়)টি মূল্যায়নের সূচক/মানদন্ড যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।

গ) প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ কমিটির আহবায়ক বরাবর তার প্রতিষ্ঠানের ১১.৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যোগ্য সকল প্রভাষকগণের পদোন্নতির প্রস্তাব প্রেরণ করবেন ।

ঘ) মূল্যায়ন সূচকের ন্যূনতম ৭০% নীচে নম্বর প্রাপ্ত হলে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ প্রদান করা যাবে না।

ঙ) পদোন্নতি সংক্রান্ত কাজে কমিটিকে সহায়তা প্রদানের জন্য সদস্য সচিব জেলা শিক্ষা অফিসের ০১ জন কর্মচারী (হিসাবরক্ষক কাম ক্লার্ক/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর) কে সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে মনোনয়ন দিবেন।

চ) প্রস্তাব প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিটি প্রস্তাব নিষ্পন্ন করবেন।

ছ) কমিটি কর্তৃক পদোন্নতির সুপারিশ/কার্যবিবরণীর ০১ প্রস্ত মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ নিশ্চিতকরণসহ সংরক্ষণ করতে হবে।

জ) এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ/প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র/বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে ।

১১.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণ উচ্চতর স্কেল বা পদোন্নতি পেলে তাঁর মূল বেতন বর্তমানে তাঁর আহরিত বেতনের চেয়ে কোনো ক্রমেই কম হবে না। অর্থাৎ তাঁর মূল বেতন নির্ধারিত হবে বেতন স্কেল-২০১৫ অথবা সর্বশেষ জাতীয় বেতন স্কেলের সাথে মিলিয়ে প্রাপ্য উচ্চতর স্কেল/পদোন্নতি স্কেলের যে ধাপে মিলবে সে ধাপে নির্ধারিত হবে। ধাপ না মিললে পরবর্তী ধাপে নির্ধারিত হবে। যেমন:

(ক) ১১তম গ্রেডে কারও বর্তমান আহরিত মূল বেতন যদি ১৬,৭৮০/- টাকা হয়, তিনি ১০ম গ্রেডে উচ্চতর গ্রেড পেলে তাঁর মূল বেতন Fixation করে হবে ১০ম গ্রেডে-১৬,৮০০/- (জাতীয় বেতন স্কেল- ২০১৫ অনুযায়ী);

(খ) ৯ম গ্রেডে কারও বর্তমান আহরিত মূল বেতন যদি ২৫,৪৮০/- টাকা হয়, তিনি ৮ম গ্রেডে উচ্চতর গ্রেড/পদোন্নতি পেলে তাঁর মূল বেতন Fixation করে হবে ৮ম গ্রেডে ২৬,৬৩০/- টাকা (জাতীয় বেতন স্কেল- ২০১৫ অনুযায়ী);

(গ) ১৬তম গ্রেডে কারও বর্তমান আহরিত মূল বেতন যদি ১১,৩২০/-টাকা হয়, তিনি ১৫তম গ্রেডে উচ্চতর গ্রেড পেলে Fixation করে তাঁর মূল বেতন ১৫তম গ্রেডে হবে ১১,৮১০/- টাকা (জাতীয় বেতন স্কেল- ২০১৫ অনুযায়ী);

(ঘ) কোনো শিক্ষক/কর্মচারী উচ্চতর গ্রেড/পদোন্নতি পাওয়ার পর বর্তমান আহরিত মূল বেতন যদি উচ্চতর গ্রেডের/পদোন্নতি প্রাপ্ত গ্রেডের প্রারম্ভিক ধাপের বেশি হয় তবে নতুন প্রাপ্ত গ্রেডের যে ধাপের সাথে বর্তমানে আহরিত মূল বেতন সমান হয় তবে সে ধাপে নতুবা পরবর্তী ধাপে তাঁর মূল বেতন নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ প্রাপ্ত গ্রেডের ধাপে মিলাতে হবে;

(ঙ) শিক্ষক-কর্মচারীদের মূল বেতন/বোনাসের নির্ধারিত অংশ/উৎসব ভাতার নির্ধারিত অংশ/বৈশাখী ভাতার নির্ধারিত অংশ সরকারের জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫/সরকারের সর্বশেষ জাতীয় বেতন স্কেলের সাথে অথবা সরকারের নির্দেশনার সাথে মিল রেখে করতে হবে।

১১.৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সহকারী শিক্ষকগণ প্রথম এমপিওভুক্তির তারিখ হতে ১০ (দশ) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্ণ হলে ১০ম গ্রেড থেকে ৯ম গ্রেডে উচ্চতর বেতন গ্রেড প্রাপ্য হবেন এবং ঐ শিক্ষকের পদ "সিনিয়র শিক্ষক" হিসেবে উন্নীত হবে। পরবর্তী

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৬ (ছয়) বছর পর একইভাবে পরবর্তী উচ্চতর বেতন গ্রেড প্রাপ্য হবেন। তবে উল্লিখিত স্কেল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একই গ্রেডে যথাক্রমে ১০ (দশ) বছর ও ০৬ (ছয়) বছর চাকরি পূর্ণ হতে হবে। কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা থাকলে উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্য হবেন না।

১১.৮ সহকারী শিক্ষকগণ জাতীয় বেতন স্কেলের ১০ম গ্রেড প্রাপ্তির তারিখ হতে ১০ (দশ) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্ণ হলে জাতীয় বেতন স্কেলে ৯ম গ্রেডে উচ্চতর বেতন গ্রেড প্রাপ্য হবেন এবং ঐ শিক্ষকের পদ "সিনিয়র শিক্ষক" হিসেবে উন্নীত হবে (যাঁদের ক্ষেত্রে জাতীয় বেতন স্কেলের ১০ম গ্রেড প্রাপ্তির জন্য শিক্ষায় ডিগ্রি অর্জন প্রযোজ্য তাঁরা শিক্ষায় ডিগ্রি ব্যতীত 'সিনিয়র শিক্ষক' পদে উন্নীত হতে পারবেন না)। জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম গ্রেড প্রাপ্তির পরবর্তী ৬ (ছয়) বছর পর একইভাবে পরবর্তী উচ্চতর বেতন গ্রেড প্রাপ্য হবেন। তবে উল্লিখিত স্কেল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একই স্কেলে যথাক্রমে ১০ (দশ) বছর ও ৬ (ছয়) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্ণ হতে হবে। সমগ্র চাকরি জীবনে দুটির বেশি উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্য হবেন না। শিক্ষায় ডিগ্রীর জন্য প্রাপ্য গ্রেড উচ্চতর স্কেল/গ্রেড হিসেবে গণনাযোগ্য হবে না। কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা থাকলে তিনি উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

১১.৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/প্রদর্শক/কর্মচারীগণ তাঁদের এমপিওভুক্তির তারিখ হতে ১০ (দশ) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্ণ হলে পরবর্তী উচ্চতর বেতন গ্রেড প্রাপ্য হবেন। পরবর্তী ৬ (ছয়) বছর পর একইভাবে পরবর্তী উচ্চতর বেতন গ্রেড প্রাপ্য হবেন। তবে উল্লিখিত স্কেল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একই স্কেলে যথাক্রমে ১০ (দশ) বছর ও ০৬ (ছয়) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্ণ হতে হবে। সমগ্র চাকরি জীবনে দুটির বেশি উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্য হবেন না। কোনো শিক্ষক/প্রদর্শক/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা থাকলে উচ্চতর গ্রেড বিবেচনায় আসবে না।

১১.১০ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরিতে প্রথম প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ বছর। তবে সমপদে বা উচ্চতর পদে (উচ্চতরপদ বলতে শুধু প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধান বুঝাবে) নিয়োগের ক্ষেত্রে ইনডেক্সধারীদের জন্য বয়স সীমা শিথিলযোগ্য। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ ৬০ (ষাট) বছর বয়স পর্যন্ত প্রদেয় হবে। উল্লেখ্য, শিক্ষক-কর্মচারী এর বয়স ৬০ (ষাট) বছর পূর্তিতে অবসর গমন করবেন।

ক) প্রতিষ্ঠান প্রধান ৬০ (ষাট) বছর পূর্তিতে তার শেষ কর্মদিবসে কর্মরত উপাধ্যক্ষ/সহকারী প্রধান শিক্ষক এর নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন।
খ) উপাধ্যক্ষ/সহকারী প্রধান শিক্ষক কর্মরত না থাকলে জ্যেষ্ঠতম সহকারী অধ্যাপক/সহকারী শিক্ষক এর নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন।
গ) জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণে নীতিমালায় অনুচ্ছেদ ১৩ প্রযোজ্য হবে।
উপাধ্যক্ষ/সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং জ্যেষ্ঠতম সহকারী অধ্যাপক/সহকারী শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত /ফৌজদারী মামলায় আটক/চার্জশীটভুক্ত আসামী/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক তদন্তে দোষী সাব্যস্ত এবং এমপিও স্থগিত হলে ভারপ্রাপ্ত প্রধানের (অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক) দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না।

১১.১১ সংস্থা পরিচালিত (যেমন: জেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ লাইন্স, সিটি কর্পোরেশন এবং চার্চ ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠানে এমপিও বা সরকারি কোনো আর্থিক কিংবা অন্য কোনো সুবিধা না নেওয়ার শর্তে সংস্থা কর্তৃক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অনুমোদনক্রমে শুধু 'প্রতিষ্ঠান প্রধান' নিয়োগ করতে পারবে।

১১.১২ এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দক্ষতা যাচাইয়ের নিমিত্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ পদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

১১.১৩ সরকার প্রয়োজন মনে করলে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে উপর্যুক্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তা-কে প্রেষণে নিয়োগ দিতে পারবে।

১১.১৪ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত জনবল কাঠামোর অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োজিত রাখলে অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির ১০০% সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হবে। সরকার এদের কোনো দায়ভার বহন করবে না।

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১.১৫ এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইনডেক্সধারী শিক্ষক/প্রদর্শক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমপদে/সমস্কেলে চাকরিতে যোগদান করলে পূর্ব অভিজ্ঞতা গণনাযোগ্য হবে। চাকুরির অভিজ্ঞতা ১ম এমপিওভুক্তির তারিখে হতে গণনা করা হবে।

১১.১৬ এ নীতিমালা জারির কারণে উদ্ভূত পূর্বের কোনো বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশের বকেয়া (এমপিও) সুবিধাদি প্রদান করা হবে না;

১১.১৭ (ক) এমপিওভুক্ত কোনো শিক্ষক-কর্মচারী একই সাথে একাধিক কোনো পদে/চাকরিতে বা আর্থিক লাভজনক কোনো পদে নিয়োজিত থাকতে পারবেন না। এটি তদন্তে প্রমাণিত হলে সরকার তাঁর এমপিও বাতিলসহ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
খ) আর্থিক লাভজনক পদ বলতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন ধরণের বেতন/ভাতা/সম্মানী এবং বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান/সংস্থায়/বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান/সাংবাদিকতা/আইন পেশায় কর্মের বিনিময়ে বেতন/ভাতা/সম্মানী কে বুঝাবে।

১১.১৮ এমপিওভুক্ত কোনো শিক্ষক-কর্মচারী প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন বা উচ্চতর পদে যোগদান করলে যোগদানের তারিখ থেকে পূর্ববর্তী পদের বেতন-ভাতা উত্তোলন করতে পারবেন না। তিনি অন্য পদে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এমপিও থেকে নাম কর্তন/স্থানান্তর করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইনে আবেদন করবেন। কর্তন/স্থানান্তর হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারী পুনরায় এমপিও ভুক্তির জন্য আবেদন করবেন । শিক্ষক- কর্মচারী মৃত্যুবরণ/স্বেচ্ছায় পদত্যাগ /চাকুরী হতে অব্যাহতি নিলে ইনডেক্স কর্তন করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান অনলাইনে আবেদন করবেন।

১১.১৯ বেসরকারি স্কুল ও কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে সমগ্র শিক্ষা জীবনে 'পরিশিষ্ট-ঘ' মোতাবেক একটির বেশি তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি/জিপিএ/সিজিপিএ/সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না।

১১.২০ ইনডেক্সধারী শিক্ষক-কর্মচারী সমপদ/সমস্কেলে প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এ নীতিমালার পরিশিষ্ট 'ঘ' তে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা (শ্রেণি/বিভাগ) প্রযোজ্য হবে না; সেক্ষেত্রে তাদের প্রথম নিয়োগকালীন শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রযোজ্য হবে। তবে এ নীতিমালা জারির তারিখ থেকে নতুনভাবে উচ্চতর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট 'ঘ' তে বর্ণিত ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

১১.২১ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোনো একটি ধর্মের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ (ত্রিশ) বা ততোধিক হলে সেই ধর্মের জন্য ১ জন করে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে।

১১.২২ (ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরবর্তীতে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হলে কর্মরত প্রধান শিক্ষক স্ববেতনে স্বপদে নিয়োজিত থাকবেন। প্রধান শিক্ষক কর্মরত থাকা অবস্থায় অধ্যক্ষ নিয়োগ করা যাবে না। বিদ্যালয়টির উচ্চ মাধ্যমিক স্তর এমপিওভুক্ত না হলে এবং প্রধান শিক্ষক পদটি শূন্য হলে উক্ত পদে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। তবে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়টির উচ্চ মাধ্যমিক স্তর এমপিওভুক্ত হলে এবং প্রধান শিক্ষক পদটি শূন্য হলে বিধি মোতাবেক অধ্যক্ষ নিয়োগ দিতে হবে।
খ) সহকারী প্রধান শিক্ষক (গ্রেড-০৮) প্রশাসনিক পদ হলেও সহকারী অধ্যাপকের বেতন গ্রেড-০৬ হওয়ায় চাকরীকাল গণনা করে সবচেয়ে জ্যেষ্ঠতম সহকারী অধ্যাপক প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত প্রধানের দায়িত্ব পাবেন । সহকারী অধ্যাপক (গ্রেড-০৬) কর্মরত না থাকলে সহকারী প্রধান শিক্ষক (গ্রেড-০৮) যোগ্যতা সম্পন্ন হলে ঐ প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে অধ্যক্ষ নিয়োগ দিতে হবে।
১১.২৩ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক স্তর এমপিওভুক্ত হলে ও ঐ বিদ্যালয়ে কর্মরত প্রধান শিক্ষকের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদের কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে এবং ৭ম গ্রেডে ০৫ (পাঁচ) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্ণ হলে তাঁর পদটি ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হবে। এ ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদের কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি বিধি মোতাবেক একধাপ নিচের স্কেলে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ গ্রেডে বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

১১.২৪ এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (সাধারণ) এর পূর্বের এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা বিধি মোতাবেক গণনাযোগ্য হবে।

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১.২৫ এমপিওভুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ এর প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা/কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক (সাধারণ)/সহকারী অধ্যাপক (সাধারণ)-এর পূর্বের এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা বিধি মোতাবেক গণনাযোগ্য হবে।

১১.২৬ এমপিওভুক্ত স্নাতক (পাস)/স্নাতক (সম্মান)/স্নাতকোত্তর কলেজ এর অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা/কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক (সাধারণ)/সহকারী অধ্যাপক (সাধারণ) এর পূর্বের এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা বিধি মোতাবেক গণনাযোগ্য হবে।

১১.২৭ এই নীতিমালা জারির পূর্বে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মচারী এই জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালায় বর্ণিত প্যাটার্ণভুক্ত শূন্যপদে এমপিওভুক্ত হতে পারবেন।

**১২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) পরিবর্তন:**

১২.১ এমপিওভুক্ত কোনো সহকারী প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ অন্য কোনো এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমপদে/উচ্চতর পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য বিধি মোতাবেক আবেদন করলে তাঁকে বিভাগীয় প্রার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে। এক্ষেত্রে তাঁকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় নতুন প্রতিষ্ঠানে আবেদনকৃত পদে নির্বাচিত হলে যোগদানের পূর্বে পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানের না-দাবিপত্র ও ছাড়পত্র নিতে হবে। তবে এক প্রতিষ্ঠান হতে অন্য প্রতিষ্ঠানে যোগদানের মধ্যবর্তী সময় সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর পর্যন্ত তাঁর ইনডেক্স বহাল থাকবে। ০২ (দুই) বছরের অধিক হলে চাকরির বিরতি (Break of Service) বলে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে পূর্বের ইনডেক্সের কোনো সুবিধাদি দাবি করা যাবে না এবং ঐ ইনডেক্সের কোনো অভিজ্ঞতা গণনাযোগ্য হবে না এবং ইনডেক্স পূর্নবহাল করা যাবে না । যদি কোন শিক্ষক-কর্মচারীর নিয়মতান্ত্রিক ইনডেক্স কর্তন করা হয় তাহলে তিনি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকান্ড হতে বিরত/অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন এবং তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি /এডহক কমিটির অংশ হতে পারবেন না। জোরপূর্বক দায়িত্ব পালন করলে তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান প্রধান/কমিটি ফৌজদারী মামলা রুজু করবেন।

১২.২ এনটিআরসিএ'র সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে নিয়োগপ্রাপ্তসহ সকল এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/প্রদর্শক/প্রভাষকদের কোনো প্রতিষ্ঠানে পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে সমপদে ও সমস্কেলে প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের জন্য মন্ত্রণালয় নীতিমালা প্রণয়ন করে জনস্বার্থে আদেশ জারি করতে পারবে।

**১৩। জ্যেষ্ঠতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ:** পদবী/গ্রেডের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে। তবে একই গ্রেডের ক্ষেত্রে শিক্ষক-কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা ও অভিজ্ঞতা তাঁদের সংশ্লিষ্ট পদে প্রথম এমপিওভুক্তির তারিখ থেকে গণনা করা হবে। এমপিওভুক্তি একই তারিখে হলে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐ প্রতিষ্ঠানের যোগদানের তারিখ বিবেচনা করা হবে। তবে কোনো শিক্ষকের নিয়োগ নিয়মিতকরণ করা হলে নিয়মিতকরণের তারিখ যোগদানের তারিখ হিসেবে গণ্য হবে। যোগদানের তারিখ একই হলে জন্ম তারিখের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ হবে। জন্মতারিখ একই হলে একাডেমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে একাডেমিক পরীক্ষার ফলাফল বলতে এস.এস.সি./সমমান এবং তদুর্দ্ধ পাবলিক পরীক্ষাসমূহের ফলাফল বুঝাবে।

**১৪। প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের জন্য কমিটি গঠন:**

এমপিওভুক্তির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় একজন অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠনপূর্বক সরকারি আদেশ জারি করবে।

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**১৫। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির পদ্ধতি:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে খতিয়ানভুক্ত ও নামজারিকৃত নিজস্ব ভূমিতে অবকাঠামো এবং হালনাগাদ একাডেমিক স্বীকৃতি থাকা সাপেক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে এমপিও ভুক্তির জন্য আবেদন করতে হবে। ফৌজদারি অপরাধে দন্ডিত কোনো ব্যক্তির নামে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির আওতায় আসবেনা। তবে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে গ্রহণযোগ্য নামে করা হলে সেক্ষেত্রে এমপিও'র আবেদন করতে পারবে।

**১৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রেডিং:**

১৬.১ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে খতিয়ানভুক্ত ও নামজারিকৃত নিজস্ব ভূমিতে অবকাঠামো এবং হালনাগাদ একাডেমিক স্বীকৃতি/অধিভূক্তি থাকা সাপেক্ষে এমপিওভুক্তিকরণের লক্ষ্যে নিম্নরুপ সূচকের ভিত্তিতে গ্রেডিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে:

| ক্রমিক | বিষয় | নম্বর |
|---|---|---|
| ক) | একাডেমিক স্বীকৃতি/অধিভুক্তি<br>প্রতি ১ (এক) বছরের জন্য ০২ নম্বর, সর্বোচ্চ ২০ নম্বর। তবে একাডেমিক স্বীকৃতি/অধিভুক্তি না থাকলে এমপিও ভুক্তির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করা হবে না। | ২০ নম্বর |
| খ) | শিক্ষার্থীর সংখ্যা<br>(কাম্য শিক্ষার্থীর সংখ্যার ক্ষেত্রে ২০ নম্বর, কাম্য সংখ্যার পরবর্তী ২০% বৃদ্ধির জন্য ৫ নম্বর, তবে সর্বোচ্চ ৩০ নম্বর। কাম্য সংখ্যার ২০% হ্রাসের জন্য ৫ নম্বর কর্তন হবে, তবে কাম্য শিক্ষার্থীর ৫০% কম হলে ০ নম্বর হবে)<br>(ডিগ্রী স্তরে কাম্য শিক্ষার্থীর সংখ্যার ক্ষেত্রে এক বিভাগ থাকলে ১৫, দুই বিভাগ থাকলে ২০, তিন বা তদুর্ধ্ব বিভাগ থাকলে ২৫) | ৩০ নম্বর |
| গ) | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা<br>কাম্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যার ক্ষেত্রে ১৬ নম্বর, কাম্য সংখ্যার পরবর্তী প্রতি ৩ জন বৃদ্ধির জন্য ১ নম্বর বৃদ্ধি পাবে, তবে সর্বোচ্চ ২৫ নম্বর। কাম্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হতে প্রতি ০৩ জন কমের জন্য ১ নম্বর কর্তন হবে, তবে কাম্য পরীক্ষার্থীর ৫০% কম হলে ০ নম্বর হবে) | ২৫ নম্বর |
| ঘ) | পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার<br>(কাম্য পাসের হার অর্জনের ক্ষেত্রে ১৬ নম্বর, কাম্য হারের পরবর্তী প্রতি ১০% বৃদ্ধির জন্য ৩ নম্বর, তবে সর্বোচ্চ ২৫ নম্বর। কাম্য পাসের হার হতে প্রতি ১০% কমের জন্য ৩ নম্বর কর্তন হবে তবে কাম্য পাসের হারের ৫০% কম হলে ০ নম্বর হবে। | ২৫ নম্বর |
| | **মোট** | **১০০ নম্বর** |

১৬.২ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্নাতকোত্তর কলেজ/স্নাতক (সম্মান) কলেজ/স্নাতক (পাস) কলেজ/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১১শ-১২শ স্তর) এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে সকল বিভাগের ন্যূনতম শিক্ষার্থীর যোগফল কাম্য শিক্ষার্থী (পরিশিষ্ট "খ") হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/বিষয়ের শিক্ষক/প্রদর্শক (বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা) এমপিও ভুক্তির ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-'খ' অনুযায়ী বিভাগ ভিত্তিক মোট কাম্য শিক্ষার্থী থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্তির ক্ষেত্রে সর্বশেষ ০৩ (তিন) বছরের স্ব-স্ব স্তরের গড় শিক্ষার্থী, ০৩ (তিন) বছরের গড় পরীক্ষার্থী {৮ম শ্রেণী উত্তীর্ণ /এস.এস.সি./এইচ.এস.সি./ডিগ্রি (পাশ)/স্নাতক (সম্মান) কলেজ/স্নাতকোত্তর কলেজ} এবং ০৩ (তিন) বছরের গড় পাশের হার বিবেচনা করা হবে।

১৬.৩ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটি অনলাইনে দাখিলকৃত এমপিওভুক্তির আবেদন ও দাখিলকৃত কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োজনে সরেজমিনে যাচাই বাছাই করে নীতিমালা এবং বাজেট বরাদ্দের আলোকে এমপিওভুক্তির জন্য একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরি করবে।

১৬.৪ যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষেও কোনো প্রতিষ্ঠান এমপিও'র প্রাথমিক তালিকা থেকে বাদ গেছে মনে করলে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও কমিটির সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে ১৫ দিনের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব বরাবর আপিল করতে পারবে। এক্ষেত্রে

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটি আপিলকারীকে শুনানী নিয়ে/পুনরায় কাগজপত্র যাচাই করে শুনানী গ্রহণের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবে এবং প্রাথমিক তালিকা চূড়ান্ত করে সরকারের নিকট সুপারিশ করবে।

১৬.৫ প্রাথমিক তালিকা যাচাই করে সরকার এমপিওভুক্তির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে এবং এ চূড়ান্ত আদেশ অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এমপিও'র অফিস আদেশ (জিও) জারি করবে।

১৬.৬ কোনো প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক এমপিওভুক্তির আদেশপ্রাপ্ত হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী এমপিও কোড প্রদান করবে।

১৬.৭ প্রতিষ্ঠান এমপিও কোড প্রাপ্তির পর বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত ও যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারী ব্যক্তি এমপিও'র জন্য বিবেচিত হবেন।

১৬.৮ এমপিও নীতিমালার শর্তপূরণ এবং এমপিও ভুক্তির জন্য নির্বাচিত হলে অতিরিক্ত যে অর্থের প্রয়োজন হবে তা বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাই- বাছাইপূর্বক সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্ত করা যাবে।

**১৭। শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ ছাড়করণ পদ্ধতি**

১৭.১ বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য শিক্ষক-কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদিসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় অনলাইনে আবেদন করতে হবে। তবে অভিযোগ, মামলা ও বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে আবেদনসমূহ অফলাইনে নিষ্পত্তি হবে।

১৭.২ কোনো নতুন প্রতিষ্ঠান/স্তর এমপিও কোড পাওয়ার পর প্রতিষ্ঠানের পাঠদান, একাডেমিক স্বীকৃতি, এমপিও কোড ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ব্যক্তি এমপিও'র ক্ষেত্রে শিক্ষক-কর্মচারীদের সকল পরীক্ষার সনদ/মার্কসিট, এনটিআরসিএ'র নিবন্ধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), এনটিআরসিএ'র সুপারিশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্রের মূলকপিসহ প্রাথমিকভাবে নিম্নবর্ণিত উপজেলা/থানা কমিটি প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিন যাচাই করবেন। যাচাই শেষে সঠিকতা থাকলে প্রতিষ্ঠান প্রধান পরবর্তীতে অনলাইনে আবেদন করবেন। জেলা/অঞ্চল পর্যায়ের কমিটি অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদন সমূহ সংশ্লিষ্ট স্তরে যাচাই করবেন:

**(ক) উপজেলা/থানা পর্যায়ের কমিটি:**

(১) উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা)
(২) সরকারি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক (সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা)-০১জন (মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত)
(৩) এমপিওভুক্ত হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক- (সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা)-০১জন (মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত)

**(খ) জেলা পর্যায়ের কমিটি:**

(১) জেলা শিক্ষা অফিসার (সংশ্লিষ্ট জেলা)
(২) জেলা সদরের সরকারি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক-০১জন (মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত)
(৩) জেলা সদরের এমপিওভুক্ত হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক- ০১জন (মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত)

উভয় ক্ষেত্রে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়/প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষেত্রে উপজেলার প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার পাবে এবং জেলার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।

**(গ) অঞ্চল পর্যায়ের কমিটি (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, স্কুল এন্ড কলেজের মাধ্যমিক অংশ):**

(১) উপপরিচালক (সংশ্লিষ্ট অঞ্চল)

(২) অঞ্চলে অবস্থিত জেলা শহরের/বিভাগীয় শহরের সরকারি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক-০১জন (মাউশি অধিদপ্তর মনোনীত)

(৩) অঞ্চলে অবস্থিত জেলা শহরের/বিভাগীয় শহরের এমপিওভুক্ত হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক-০১জন (মাউশি অধিদপ্তর মনোনীত)

...মা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**(ঘ) অঞ্চল পর্যায়ের কমিটি {স্কুল এন্ড কলেজের কলেজ অংশ উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কলেজ}:**

(১) পরিচালক (সংশ্লিষ্ট অঞ্চল);

(২) অঞ্চলে অবস্থিত জেলা শহরের/বিভাগীয় শহরে অবস্থিত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ -০১ জন (মাউশি অধিদপ্তর মনোনীত);

(৩) অঞ্চলে অবস্থিত জেলা শহরের/বিভাগীয় শহরে অবস্থিত এমপিওভুক্ত কলেজের অধ্যক্ষ -০১ জন (মাউশি অধিদপ্তর মনোনীত)।

(৪) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি অধ্যাপক পদমর্যাদার নীচে নহে এমন-০১ জন (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত) ।

১৭.৩ **স্কুলের ক্ষেত্রে:** প্রতিষ্ঠান প্রধান/উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা শিক্ষা অফিসার/উপপরিচালক/পরিচালক সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত ও যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির আবেদন যাঁর যাঁর পর্যায়ে থেকে যথাসময়ে নিষ্পত্তি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অগ্রগামী করবেন। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার-০৫দিন, জেলা শিক্ষা অফিসার-০৭দিন, উপপরিচালক/পরিচালক-১০ দিনের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি/অগ্রগামী করবেন;

১৭.৪ **কলেজের ক্ষেত্রে:** প্রতিষ্ঠান প্রধান সহকারী পরিচালক (কলেজ), উপ পরিচালক (কলেজ) এবং পরিচালক (অঞ্চল) সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত ও যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির আবেদন যাঁর যাঁর পর্যায়ে থেকে যথাসময়ে নিষ্পত্তি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অগ্রগামী করবেন। সহকারী পরিচালক (কলেজ)-০৭ দিন, উপ পরিচালক (কলেজ)-০৫ দিন এবং পরিচালক (অঞ্চল)-১০ দিনের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি/অগ্রগামী করবেন;

১৭.৫ এমপিও'র কোনো আবেদন Reject হলে তার যথাযথ কারণ ও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে। যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়া এমপিওভুক্তির আবেদন নির্দিষ্ট সময়ে নিষ্পত্তি/অগ্রগামী না করে দীর্ঘসূত্রিতার প্রমাণ পেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান/উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা শিক্ষা অফিসার/সহকারী পরিচালক/উপপরিচালক/পরিচালক এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উপজেলা/জেলা/অঞ্চল পর্যায়ের যাচাই কমিটিতে কারও বিরুদ্ধে অনিয়মের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পেলে তাঁদের বিরুদ্ধেও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

১৭.৬ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের পক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ০৯টি আঞ্চলিক কার্যালয় হতে প্রাপ্ত আবেদন সমূহ সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান ও নিয়মাবলীর আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাউশির এমপিও ছাড়করণ সংক্রান্ত কমিটির সভায় অনুমোদনপূর্বক শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন- ভাতাদির সরকারি অংশ ছাড় করবে;

১৭.৭ এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে এনটিআরসিএ এর সুপারিশ প্রাপ্ত হয়ে এমপিও পদে যোগদানকৃত শিক্ষক/প্রদর্শকের একাডেমিক সার্টিফিকেট, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, এনটিআরসিএ এর নিবন্ধন ও সুপারিশ যথাযথ থাকলে এবং অতীতে অপরাধমূলক/বিরূপ কোনো রেকর্ড না থাকলে ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকলে তাঁদের এমপিওভুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানপত্র গৃহীতের তারিখ থেকে কার্যকর হবে;

১৭.৮ এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত সভা আহবান, রেজুলেশন লেখা, স্বাক্ষর ইত্যাদিতে অযৌক্তিক কালক্ষেপণ ও অনৈতিক কর্মকান্ডের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পেলে এবং এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকলে তাঁর বেতন-ভাতাদি স্থগিত/বাতিলসহ তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি/গভর্নিংবডির চেয়ারম্যান দায়ী থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি/গভর্নিংবডির চেয়ারম্যানের পদশূন্য ঘোষণাসহ তাঁদের বিরুদ্ধেও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

১৭.৯ অসত্য তথ্য প্রদান, তথ্য গোপন করা, ভূয়া বা জাল কাগজপত্র দাখিল, প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আবেদন প্রেরণ করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান/শিক্ষক/কর্মচারী/প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান দায়ী থাকবেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে এ ধরনের অনিয়মে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কিংবা তার আওতাধীন অফিসের কোনো কমকর্তা/কর্মচারীর সম্পৃক্ততার প্রমাণ পেলে/দায়ী থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধেও বিভাগীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭.১০ কমিটির সভাপতি ও প্রতিষ্ঠান প্রধান বেতন-ভাতা বিলে যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন। নিয়মিত/এডহক কমিটির অবর্তমানে জেলা সদরে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক অথবা জেলা শিক্ষা অফিসার এবং জেলা সদরের বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতির স্থলে স্বাক্ষর করবেন। প্রতিষ্ঠান প্রধানের অবর্তমানে প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান এবং তাঁর অবর্তমানে প্রতিষ্ঠানের জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্থলে স্বাক্ষর করবেন। জ্যেষ্ঠতম বলতে এ নীতিমালার ধারা ১৩ অনুসরণ করতে হবে।

## ১৮। বেতন-ভাতাদি'র সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিলকরণ ও পুনঃছাড়করণ

১৮.১ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত কারণে কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন- ভাতাদি'র সরকারি অংশের বরাদ্দ সাময়িক বন্ধ, আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্তন কিংবা বাতিল করতে পারবে ।

(ক) এ নির্দেশিকার ৫নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবশ্যকীয় শর্ত পূরণ না করলে বা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির শর্ত ভঙ্গ প্রমাণিত হলে প্রতিষ্ঠানের এমপিও স্থগিত/বাতিল করা যাবে।

খ) সরকার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক হিসাব সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয় নিরীক্ষা না করলে/সরকারের নির্দেশনা প্রতিপালন না করলে/ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান PPR অনুসরণ না করলে প্রতিষ্ঠান প্রধানের বেতন-ভাতা স্থগিত/বাতিল করা হবে এবং পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদ শূণ্য ঘোষণাসহ তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(গ) মিথ্যা তথ্য প্রদান, অবৈধ শিক্ষক নিয়োগ, ভূয়া শাখা/মিথ্যা শিক্ষার্থী প্রদর্শন, পাবলিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন, পাবলিক পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসারে পরীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ না করা, নৈতিক স্খলন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বোর্ডের 'আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন'/জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আপীল কমিটি এর সিদ্ধান্ত প্রতিপালন না করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের বেতন-ভাতাদি স্থগিত/বাতিল করা হবে।

ঘ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এনটিআরসিএ তে শিক্ষক-প্রদর্শকের চাহিদা দিলে উক্ত পদে এনটিআরসিএকর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষক/প্রদর্শককে নিয়োগ দিতে হবে। চাহিদা দেয়ার সময় পদটি এমপিও নিশ্চিত হতে হবে। প্যাটার্ন অতিরিক্ত চাহিদা দিলে উক্ত শিক্ষক/প্রদর্শকের শতভাগ বেতন-ভাতাদি প্রতিষ্ঠান থেকে নির্বাহ করতে হবে। এ শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে প্রতিষ্ঠান প্রধানের বেতন-ভাতা স্থগিত/বাতিল করা হবে এবং কমিটির সভাপতির পদ শূন্য ঘোষণাসহ তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(ঙ) এমপিওভুক্তির জন্য ভূয়া/জাল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ/নিবন্ধন সনদ প্রদান, নিয়োগ সংক্রান্ত ভূয়া/জাল রেকর্ড প্রদান এবং প্যাটার্ন বহির্ভূত পদে এমপিওভূক্তির জন্য আবেদন প্রেরণ করলে প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদি স্থগিত/বাতিল করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদ শূন্য ঘোষণাসহ তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে;

(চ) শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম/বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ উত্তোলনে অনিয়ম/অনুচ্ছেদ ১৮.১ এ বর্ণিত অনিয়মের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মচারী/প্রতিষ্ঠান প্রধানের সরকারি অংশের বেতন-ভাতাদি/প্রাতিষ্ঠানিক এমপিও কোড মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সাময়িক স্থগিত করতে পারবে। এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার পর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর দায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিংবডির সভাপতির নামসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য সংক্ষুব্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষক/কর্মচারী/পরিচালনা কমিটির সভাপতি মন্ত্রণালয়ে আপিল করতে পারবে।

১৮.২ মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটি আপিলকারীকে শুনানী নিয়ে এবং কাগজপত্র যাচাই ও পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশের সাময়িক স্থগিতাদেশ বহাল রাখতে পারবে কিংবা অনিয়ম প্রমাণিত হলে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত বাতিল করতে পারবে। অনিয়মে জড়িত ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিংবডি/এডহক কমিটির সভাপতিকে মন্ত্রণালয় অব্যাহতি দিয়ে সভাপতির পদ শূন্য ঘোষণাসহ তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১৮.৩ প্রতিষ্ঠানের অনিয়মের কারণে এমপিও কোড সাময়িক স্থগিত হলে বন্ধকৃত বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশের কোনো বকেয়া প্রদান করা হবে না। তবে, ব্যক্তি এমপিওর সরকারি অংশ কোন কারণে স্থগিত হলে এবং পরবর্তীতে তদন্তে/কাগজপত্র পর্যালোচনায় অভিযোগ প্রমাণিত না হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামতের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন এবং মন্ত্রণালয়

মোছাম্মৎ ... পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অনুমোদনপূর্বক শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ ছাড় করা যাবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ আংশিক/সম্পূর্ণ স্থগিত/চূড়ান্ত বাতিল করতে পারবে।

১৮.৪ এমপিওভুক্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কাম্য শিক্ষার্থী/কাম্য ফলাফলের ধারাবাহিকতা (গড়ে) রক্ষা করতে না পারলে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও স্থগিত/বাতিল করতে পারবে। এমপিও স্থগিত অথবা বাতিলকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে এমপিওর শর্তসমূহ পূরণ করলে পুনরায় এমপিও ছাড়ের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে (যেমন: শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং পাসের কাম্য হার পুনরায় অর্জন করলে)। এক্ষেত্রে এমপিও স্থগিতকালীন সময়ের কোনো বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবে না।

১৮.৫ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী ও ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি/এডহক কমিটির মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে বা তাদের মধ্যে সৃষ্ট মামলার কারণে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ উত্তোলন সম্ভব না হলে পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে তা এমপিও খাত থেকে উত্তোলন করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এর আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করবে। আর্থিক দায়-দায়িত্ব (দাবীকৃত এমপিও ) প্রতিষ্ঠান হতে প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮.৬ মন্ত্রণালয়ের কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আদালতে মামলা দায়ের করা হলে বিষয়টি অবগত হওয়ার সাথে সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সরকারের স্বার্থ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে যথাযথভাবে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং প্রয়োজনে যথাসময়ে আপিল দায়েরসহ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

## ১৯। সাময়িক বরখাস্ত

কোনো ফৌজদারী/নৈতিক স্খলন/দুর্নীতির মামলায় কোনো শিক্ষক-কর্মচারীর বিরুদ্ধে তদন্ত/ইনকোয়ারি কার্যক্রম সমাপ্তি অন্তে বা নালিশি দরখাস্তের ভিত্তিতে সমন বা গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু হলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করতে পারবে। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারী বেতন-ভাতার অর্ধেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন। এমপিও এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ব্যক্তিগত মামলায় কোনো শিক্ষক-কর্মচারী আদালত কর্তৃক নির্দোষ প্রমাণিত হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্তের বিষয়টি আইনানুগভাবে বিবেচনা করবে।

## ২০। পুনর্বিবেচনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

২০.১ **পুনর্বিবেচনার আবেদন:** কোন প্রতিষ্ঠান/শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্থগিত/কর্তন/বাতিলের বিরুদ্ধে নিম্নোক্তভাবে সরকারের নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা যাবে:

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা শিক্ষক-কর্মচারীকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর উপর্যুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক ও প্রমাণাদি সহকারে ৩০ দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে;

(খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবেদনের উপর শুনানী গ্রহণপূর্বক এটি পরীক্ষান্তে ৩০ দিনের মধ্যে মতামতসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করবেন;

(গ) এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত নিম্নোক্ত 'আপিল কমিটি' সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করবে:

| | | |
|---|---|---|
| ১ | অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় | সভাপতি |
| ২ | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি - ০৩ জন (স্কুল-১জন, কলেজ-১জন এবং আইন-১জন) [পরিচালক/উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক পর্যায়ের] | সদস্য |
| ৩ | পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (উপপরিচালক পর্যায়ের )-০১ জন | সদস্য |
| ৪ | উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-০১ জন | সদস্য |
| ৫ | উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক-২), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-০১ জন | সদস্য |
| ৬ | উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (বেসরকারি কলেজ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-০১ জন | সদস্য |
| ৭ | উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-০১ জন | সদস্য |
| ৮ | উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-০১ জন | সদস্য |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| | | |
|---|---|---|
| ৯ | যুগ্ম-সচিব/উপসচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক-৩), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় | সদস্য সচিব |

২০.২ **চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত:** বর্ণিত কমিটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের/শিক্ষক-কর্মচারীর শুনানী গ্রহণ করে ও কাগজপত্র পর্যালোচনা করে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ স্থগিতাদেশ বহাল/চূড়ান্ত বাতিল/স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে সরকারি অংশের বেতন-ভাতাদি ছাড়করণ করতে পারবে। প্রয়োজন মনে করলে সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিংবডি/এডহক কমিটির সভাপতিকে অব্যাহতিসহ পদ শূন্য ঘোষণার জন্য যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক সুপারিশ প্রদান করবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

**২১। আঞ্চলিক সামঞ্জস্য বিধান**

এমপিওভুক্তির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে। এই নীতিমালা অনুসরণে নতুন প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) এমপিওভুক্ত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলার জনসংখ্যা,এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও প্রতিষ্ঠানের ধরন বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় যথাযথ সূচক/প্রক্রিয়া নির্ধারণ এবং কার্যকর করবে।

**২২। বিশেষ ক্ষেত্রে শর্ত শিথিল**

শিক্ষায় অনগ্রসর, ভৌগোলিকভাবে অসুবিধাজনক, পাহাড়ী এলাকা, হাওড়-বাওড়, চরাঞ্চল, বস্তি এলাকা, নারীশিক্ষা, সামাজিকভাবে অনগ্রসর গোষ্ঠী (যেমন: প্রতিবন্ধী, হরিজন, সেবক, চা-বাগান শ্রমিক, তৃতীয় লিঙ্গ ইত্যাদি) এবং বিশেষায়িত/চারুকলা/বিকেএসপি/সংস্থা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় শর্ত শিথিলযোগ্য।

**২৩। শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূল্যায়ন ব্যবস্থা**

২৩.১ দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক পর্যায়ে সৃজনশীলতা, কর্মদক্ষতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ এমপিওভুক্ত সকল শিক্ষকের বার্ষিক কাজের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূল্যায়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

২৩.২ বার্ষিক চাকুরীর গোপনীয় প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ:

(ক) কর্মচারীদের বার্ষিক চাকুরীর গোপনীয় প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠান প্রধান অনুবেদন, প্রতিস্বাক্ষর ও সংরক্ষণ করবেন।

খ) শিক্ষকদের বার্ষিক চাকুরীর গোপনীয় প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠান প্রধান অনুবেদন ও সংরক্ষণ করবেন এবং ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিংবডি/এডহক কমিটির সভাপতি প্রতিস্বাক্ষর করবেন।

খ) অধ্যক্ষ এর চাকুরীর গোপনীয় প্রতিবেদন গভর্নিংবডি/এডহক কমিটির সভাপতি অনুবেদন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পরিচালক প্রতিস্বাক্ষর ও সংরক্ষণ করবেন।

গ) প্রধান শিক্ষক এর চাকুরীর গোপনীয় প্রতিবেদন ম্যানেজিং কমিটি/এডহক কমিটির সভাপতি অনুবেদন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসার প্রতিস্বাক্ষর ও সংরক্ষণ করবেন।

ঘ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বার্ষিক চাকুরীর গোপনীয় প্রতিবেদন ফরম প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ করবে।

**২৪ পেশার উৎকর্ষ সাধন**

২৪.১ শিক্ষকতার ক্ষেত্রে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ-শিখন, নিয়মানুবর্তিতা ও শুদ্ধাচার যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

২৪.২ বিষয়ভিত্তিক উচ্চমানের দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সৃজনশীল কর্মকান্ডে পারদর্শী হতে হবে;

২৪.৩ কোচিং বাণিজ্য ও নোটবুক ব্যবহার হতে বিরত থাকতে হবে;

২৪.৪ প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও একাডমিক শৃঙ্খলা রক্ষায় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা প্রতিপালনে সচেষ্ট থাকতে হবে।

২৪.৫ ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি শিক্ষকগণের মধ্যে প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন করে পুরস্কারের ব্যবস্থা করবে।

মোহসীনা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**২৫। রহিতকরণ**

এ নীতিমালা জারি হওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত ইতঃপূর্বে জারিকৃত সকল নীতিমালা/পরিপত্র/আদেশের সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ এতদ্বারা রহিত বলে গণ্য হবে।

**২৬। নীতিমালার কার্যকারিতা**

এ নীতিমালা নিম্নরূপভাবে কার্যকর হবে:

(ক) এ নীতিমালা জারি হওয়ার পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে সময়ে সময়ে জারিকৃত এমপিও নীতিমালা/পরিপত্র/আদেশ ও জনবল কাঠামো অনুযায়ী ইতঃপূর্বে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান অব্যাহত থাকবে;

(খ) নিবন্ধন পরীক্ষা ও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শিক্ষক নির্বাচন চালু হওয়ার পূর্বে পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রয়োজন হবে না;

(গ) সরকার জনস্বার্থে এবং সময়ের চাহিদায় বাস্তবতার নিরিখে পরিপত্রের মাধ্যমে এই নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করতে পারবে;

(ঘ)বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকার কোনো ব্যাখ্যা/সুস্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে সরকারের নিকট হতে তা গ্রহণ করতে হবে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;

(ঙ) এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

**(রেহানা পারভীন)** ০৭/১২/২০২৫
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০৩০.০০০১.২.-৩৩৩

তারিখ: ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ৭ ডিসেম্বর ২০২৫

**বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

১. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা;
৪. উপচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর;
৫. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন/মাধ্যমিক-১/২/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/অডিট ও আইন/পরিকল্পনা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
৬. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ;
৭. চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ), ঢাকা;
৮. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা;
৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), ঢাকা;
১০. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা;
১১. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা;
১২. মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), ঢাকা;
১৩. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা;
১৪. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল);

১৫. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
১৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা;
১৭. চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), মতিঝিল, ঢাকা;
১৮. জেলা প্রশাসক,................... (সকল);
১৯. যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ), মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
২০. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী বাংক/অগ্রনী ব্যাংক/জনতা ব্যাংক/রূপালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা;
২১. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা;
২২. পরিচালক (আঞ্চলিক কার্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর..........................সকল;
২৩. উপপরিচালক (আঞ্চলিক কার্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর..........................সকল;
২৪. উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস তেজগাও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশপূর্বক প্রকাশিত গেজেটের ৩০০ কপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধসহ);
২৫. সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
২৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার,....................(সকল);
২৭. জেলা শিক্ষা অফিসার.....................(সকল);
২৮. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার..............(সকল)।

স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০৩০.০০০১.২.-৩৩৩

তারিখ: ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ৭ ডিসেম্বর ২০২৫

**সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:**

১. মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, সচিবালয়, ঢাকা **(মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগতির জন্য);**
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
৩. অফিস কপি।

৭.১২.২৫
(সাইয়েদ এ.জেড. মোরশেদ আলী)
উপসচিব

## পরিশিষ্ট-'ক'

### ১. ভৌগোলিক দূরত্বভিত্তিক প্রাপ্যতা :

| প্রতিষ্ঠানের ধরন | অঞ্চল | দূরত্ব |
|---|---|---|
| নিম্ন মাধ্যমিক | শহর | ১ কি. মি |
| | মফস্বল | ৩ কি. মি |
| মাধ্যমিক | শহর | ১ কি. মি |
| | মফস্বল | ৩ কি. মি. |
| উচ্চ মাধ্যমিক | শহর | ২ কি. মি |
| | মফস্বল | ৬ কি. মি |

বি: দ্র: মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উপর্যুক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য নয়।

### ২. জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্যতা :

| প্রতিষ্ঠানের ধরন | জনসংখ্যা |
|---|---|
| নিম্ন মাধ্যমিক/মাধ্যমিক | ১০,০০০ জন |
| উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৬৫,০০০ জন |
| উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ/ডিগ্রি কলেজ | ৭৫,০০০ জন |

বি: দ্র: অনগ্রসর এলাকা (পাহাড়ী এলাকা, হাওড়, বাওড়, চরাঞ্চল, বস্তি এলাকা), অনগ্রসর জনগোষ্ঠী (যেমন: প্রতিবন্ধী, হরিজন, সেবক, চা বাগান শ্রমিক, তৃতীয় লিঙ্গ ইত্যাদি) এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উপর্যুক্ত শর্ত শিথিলযোগ্য।

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## পরিশিষ্ট-'খ'

**বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য কাম্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা:**

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন | এলাকা | ন্যূনতম শিক্ষার্থীর সংখ্যা (সহশিক্ষা/বালক/বালিকা/মহিলা) |
|---|---|---|
| নিম্ন মাধ্যমিকবিদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম) | শহর | (৩×৪০)= ১২০ জন (৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণি মিলে) |
| | মফস্বল | (৩×৩০)= ৯০ জন (৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণি মিলে) |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১০ম) | শহর | (৫×৪০)= ২০০ জন (৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণি মিলে) |
| | মফস্বল | (৫×৩০)= ১৫০ জন (৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণি মিলে) |
| উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২শ) | শহর | (২×২৫)+২০০ = ২৫০ জন<br>(উচ্চ মাধ্যমিকের শুধু বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী+ স্কুলের শিক্ষার্থী) |
| | | (২×৩৫)+২০০ = ২৭০ জন<br>(উচ্চ মাধ্যমিকের শুধু মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী + স্কুলের শিক্ষার্থী) |
| | | (২×৩৫)+ (২×২৫)+ ২০০=৩২০ জন<br>(উচ্চ মাধ্যমিকের মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা+ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী+ স্কুলের শিক্ষার্থী) |
| | | (২×৩৫)+ (২×৩৫)+২০০ = ৩৪০জন<br>(উচ্চ মাধ্যমিকের মানবিক+ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী + স্কুলের শিক্ষার্থী) |
| | | (২×৩৫)+(২×৩৫)+(২×২৫)+২০০ = ৩৯০ জন<br>(উচ্চ মাধ্যমিকের মানবিক+ব্যবসায় শিক্ষা+ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী + স্কুলেরশিক্ষার্থী) |
| | মফস্বল | (২×২০)+ ১৫০ = ১৯০ জন<br>(উচ্চ মাধ্যমিকের শুধু বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী + স্কুলের শিক্ষার্থী) |
| | | (২×৩০)+১৫০ = ২১০ জন<br>(উচ্চ মাধ্যমিকের শুধু মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী + স্কুলের শিক্ষার্থী) |
| | | (২×৩০)+ (২×২০)+ ১৫০ = ২৫০ জন<br>(উচ্চ মাধ্যমিকের মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা+ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী + স্কুলের শিক্ষার্থী) |
| | | (২×৩০)+(২×৩০)+১৫০ = ২৭০ জন<br>(উচ্চ মাধ্যমিকের মানবিক+ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী + স্কুলের শিক্ষার্থী) |
| | | (২×৩০)+(২×৩০)+(২×২০)+১৫০ = ৩১০জন<br>(উচ্চ মাধ্যমিকের মানবিক+ব্যবসায় শিক্ষা+ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী + স্কুলের শিক্ষার্থী) |

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন | এলাকা | সহশিক্ষা/পুরুষ কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষার্থী | মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|
| উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ (১১শ-১২শ) | শহর | (২×২৫)=৫০ জন<br>(শুধু বিজ্ঞান বিভাগ) | (২×২০)=৪০ জন<br>(শুধু বিজ্ঞান বিভাগ) |
| | | (২×৩৫)=৭০ জন<br>(মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা)- যে কোনো একটি বিভাগ থাকলে | (২×৩০)=৬০ জন<br>(মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা)- যে কোনো একটি বিভাগ থাকলে |
| | | (২×৩৫)+ (২×২৫)=১২০ জন<br>(মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা + বিজ্ঞান)- ২টি বিভাগ থাকলে | (২×৩০)+(২×২০)=১০০ জন<br>(মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা + বিজ্ঞান)- ২টি বিভাগ থাকলে |
| | | (২×৩৫)+(২ × ৩৫)=১৪০ জন<br>(মানবিক+ব্যবসায় শিক্ষা)- ২টি বিভাগ থাকলে | (২×৩০)+(২×৩০)=১২০ জন<br>(মানবিক+ব্যবসায় শিক্ষা)- ২টি বিভাগ থাকলে |
| | | (২×৩৫) + (২×৩৫) + (২×২৫) =১৯০ জন<br>(মানবিক+ ব্যবসায় শিক্ষা + বিজ্ঞান বিভাগ)- | (২×৩০) + (২×৩০) + (২×২০) =১৬০ জন<br>(মানবিক+ ব্যবসায় শিক্ষা + বিজ্ঞান বিভাগ)- |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন | এলাকা | সহশিক্ষা/পুরুষ কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষার্থী | মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|
| | | ৩টি বিভাগ থাকলে | ৩টি বিভাগ থাকলে |
| | মফস্বল | (২×২০)=৪০ জন (শুধু বিজ্ঞান বিভাগ) | (২×১৫)=৩০ জন (শুধু বিজ্ঞান বিভাগ) |
| | | (২×৩০) =৬০ জন (মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা)- যে কোনো একটি বিভাগ থাকলে | (২×২৫) =৫০ জন (মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা)- যে কোনো একটি বিভাগ থাকলে |
| | | (২×৩০)+ (২×২০)=১০০ জন (মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা + বিজ্ঞান)- ২টি বিভাগ থাকলে | (২×২৫)+(২×১৫)=৮০ জন (মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা + বিজ্ঞান)- ২টি বিভাগ থাকলে |
| | | (২×৩০)+(২ × ৩০)=১২০ জন (মানবিক+ব্যবসায় শিক্ষা)- ২টি বিভাগ থাকলে | (২×২৫)+(২×২৫)=১০০ জন (মানবিক+ব্যবসায় শিক্ষা)- ২টি বিভাগ থাকলে |
| | | (২×৩০)+(২×৩০)+(২×২০)=১৬০ জন (মানবিক+ব্যবসায় শিক্ষা +বিজ্ঞান)- ৩টি বিভাগ থাকলে | (২×২৫)+(২×২৫)+ (২×১৫)=১৩০ (মানবিক+ব্যবসায় শিক্ষা +বিজ্ঞান)- ৩টি বিভাগ থাকলে |

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন | এলাকা | সহশিক্ষা/পুরুষ কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষার্থী | মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|
| স্নাতক (পাস) কলেজ (১১শ-১৫শ) | শহর | (৩×২৫)+ ৫০=১২৫ জন (স্নাতকে শুধু বিএসসি কোর্স থাকলে ৩ বর্ষ মিলে ৭৫ জন + একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ৫০ জন)*** | (৩×২০)+ ৪০=১০০ জন (স্নাতকে শুধু বিএসসি কোর্স থাকলে ৩ বর্ষ মিলে ৬০ জন + একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ৪০ জন)*** |
| | | (৩×৩৫)+৭০= ১৭৫ জন [স্নাতকে (বিএ/বিএসএস/বিবিএস)- যে কোনো ১টি বিভাগ থাকলে ৩ বর্ষ মিলে ১০৫ জন+একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থী৭০ জন] | (৩×৩০)+৬০= ১৫০ জন [স্নাতকে (বিএ/বিএসএস/বিবিএস)- যে কোনো ১টি বিভাগ থাকলে ৩ বর্ষ মিলে ৯০ জন+একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ৬০ জন] |
| | | (৩×৩৫)+ (৩×২৫)+১২০ =৩০০ জন [স্নাতকে (বিএ/বিএসএস/বিবিএস+বিএসসি) প্রতি বিভাগে ন্যূনতম শিক্ষার্থীসহ ২টি বিভাগে ৩ বর্ষ মিলে ১৮০ জন + একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ১২০ জন]**** | (৩×৩০)+ (৩×২০)+১০০ =২৫০ জন[স্নাতকে (বিএ/বিএসএস/বিবিএস+বিএসসি) প্রতি বিভাগে ন্যূনতম শিক্ষার্থীসহ ২টি বিভাগে ৩ বর্ষ মিলে ১৫০ জন + একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ১০০ জন]**** |
| | | (৩×৩৫) + (৩×৩৫) + ১৪০=৩৫০ জন [স্নাতকে (বিএ/বিএসএস+বিবিএস)-প্রতি বিভাগে ৩ বর্ষ মিলে ১০৫ জন করে ২টি বিভাগে ২১০ জন+ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ১৪০ জন] | (৩×৩০)+(৩×৩০) + ১২০=৩০০ জন [স্নাতকে (বিএ/বিএসএস+বিবিএস)-প্রতি বিভাগে ৩ বর্ষ মিলে ৯০ জন করে ২টি বিভাগে ১৮০ জন+ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ১২০ জন] |
| | | (৩×৩৫)+(৩×৩৫)+(৩×২৫)+১৯০=৪৭৫ জন [স্নাতকে (বিএ/বিএসএস+ বিবিএস+ বিএসসি)- ৩টি বিভাগ থাকলে ৩ বর্ষ মিলে ২৮৫ জন + একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ১৯০ জন] | (৩×৩০)+(৩×৩০)+(৩×২০)+১৬০=৪০০ জন [স্নাতকে (বিএ/বিএসএস+ বিবিএস+ বিএসসি)- ৩টি বিভাগ থাকলে ৩ বর্ষ মিলে ২৪০ জন + একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ১৬০ জন] |
| | মফস্বল | (৩×২০)+ ৪০=১০০ জন (স্নাতকে শুধু বিএসসি কোর্স থাকলে ৩ বর্ষ মিলে ৬০ | (৩×১৫)+ ৩০=৭৫ জন (স্নাতকে শুধু বিএসসি কোর্স থাকলে ৩ বর্ষ মিলে |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন | এলাকা | সহশিক্ষা/পুরুষ কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষার্থী | মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|
| | | জন + একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ৪০)** | ৪৫ জন + একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ৩০)** |
| | | (৩×৩০)+ ৬০=১৫০ জন<br>[স্নাতকে প্রতি বিভাগে (বিএ/বিএসএস/বিবিএস)- ৩ বর্ষ মিলে ৯০ জন+ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী- ৬০ জন] | (৩×২৫)+ ৫০=১২৫ জন<br>[স্নাতকে প্রতি বিভাগে (বিএ/বিএসএস/বিবিএস)- ৩ বর্ষ মিলে ৭৫ জন+ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী- ৫০ জন] |
| | | (৩×২৫)+ (৩×১৫)+ ১২০=২৪০ জন<br>(৩×৩০)+ (৩×২০)+ ১০০=২৪০ জন<br>[স্নাতকে (বিএ/বিএসএস/বিবিএস+ বিএসসি)- প্রতি বিভাগে ন্যূনতম শিক্ষার্থীসহ ৩ বর্ষ মিলে ২টি বিভাগে ১৫০ জন + একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ১০০ জন]** | (৩×১৫)+ (৩×১০)+ ১১০=১৮৫ জন<br>(৩×২৫)+(৩×১৫)+৮০=২০০ জন<br>[স্নাতকে (বিএ/বিএসএস/বিবিএস+ বিএসসি)- প্রতি বিভাগে ন্যূনতম শিক্ষার্থীসহ ৩ বর্ষ মিলে ২টি বিভাগে ১২০ জন + একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ৮০ জন]** |
| | | (৩×৩০)+ (৩×৩০)+ ১২০=৩০০ জন<br>[স্নাতকে (বিএ/বিএসএস + বিবিএস)- প্রতি বিভাগে ন্যূনতম শিক্ষার্থীসহ ৩ বর্ষ মিলে ২টি বিভাগে ১৮০ জন + একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ১২০ জন]** | (৩×২৫)+ (৩×২৫)+ ১০০=২৫০ জন<br>[স্নাতকে (বিএ/বিএসএস + বিবিএস)- প্রতি বিভাগে ন্যূনতম শিক্ষার্থীসহ ৩ বর্ষ মিলে ২টি বিভাগে ১৫০ জন + একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ১০০ জন]** |
| | | (৩×৩০)+(৩×৩০)+(৩×২০)+১৬০=৪০০ জন<br>[স্নাতকে (বিএ/বিএসএস+ বিবিএস+ বিএসসি)- ৩টি বিভাগ থাকলে ৩ বর্ষ মিলে ২৪০ জন + একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ১৬০ জন] | (৩×২৫)+(৩×২৫)+(৩×১৫)+১৩০=৩২৫ জন<br>[স্নাতকে (বিএ/বিএসএস+ বিবিএস+ বিএসসি)- ৩টি বিভাগ থাকলে ৩ বর্ষ মিলে ১৯৫ জন + একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ১৩০ জন] |

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন | এলাকা | সহশিক্ষা/পুরুষ কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষার্থী | মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে প্রতি শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|
| স্নাতক (সম্মান) কলেজ | শহর (সিটি কর্পোরেশনসহ জেলা সদর পর্যায়ের পৌরসভা) | ১০০ জন<br>১ম বর্ষ হতে ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত | ৯০ জন<br>১ম বর্ষ হতে ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত |
| | মফস্বল (সিটি কর্পোরেশন এবং জেলা সদর পর্যায়ের পৌরসভা ব্যতীত অন্যান্য এলাকা) | ৯০ জন<br>১ম বর্ষ হতে ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত | ৭০ জন<br>[১ম বর্ষ হতে ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত] |

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন | এলাকা | সহশিক্ষা/পুরুষ কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষার্থী | মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|
| স্নাতকোত্তর কলেজ | শহর (সিটি কর্পোরেশনসহ জেলা সদরু পর্যায়ের পৌরসভা) | ২৫ জন | ২০ জন |
| | মফস্বল (সিটি কর্পোরেশন এবং জেলা সদর পর্যায়ের পৌরসভা ব্যতীত অন্যান্য এলাকা) | ২০ জন | ১৫ জন |

**পাদ টীকা:**

* উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় (৬ষ্ঠ-১২শ) বলতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ন্যূনতম শিক্ষার্থী বুঝাবে।

**স্নাতক (পাস) বলতে (১৩শ-১৫শ) এর ৩ বর্ষের ন্যূনতম শিক্ষার্থী বুঝাবে।

মেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

***স্নাতক (পাস) কলেজে এমপিওভুক্তির জন্য ন্যূনতম ১টি বিভাগ থাকতে হবে। তবে যেসকল প্রতিষ্ঠানে দুই বা ততোধিক বিভাগ থাকবে এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ অগ্রাধিকার পাবে।

**** বিভাগ বৃদ্ধি পেলে ন্যূনতম শিক্ষার্থী প্রতি বিভাগের নির্ধারিত সংখ্যার গুণিতক হবে

**** কাম্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুপাতে জনবল কাঠামো প্যাটার্ন অনুযায়ী স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রভাষক পদে শিক্ষক এমপিও ভুক্তির জন্য বিবেচনা করা যাবে ।

উদাহরণ: ধরা যাক-

১. ইতিহাস বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে ১ম বর্ষ হতে ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০০ জন আছে । এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটিতে ইতিহাস বিষয়ে জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২৫ প্যার্টানভুক্ত প্রভাষক হবে ০৫(পাঁচ) জন ।

২. ইতিহাস বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে ১ম বর্ষ হতে ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬০ জন আছে । এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটিতে ইতিহাস বিষয়ে জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ (সংশোধিত-২০২৫ পর্যন্ত) প্যার্টানভুক্ত প্রভাষক পদ রয়েছে ০৫(পাঁচ) টি। কিন্তু কাম্য শিক্ষার্থী কম থাকায় সংখ্যা অনুপাতে প্রভাষক পদে ০৩ জন কে এমপিও ভুক্তির জন্য বিবেচনা করা হবে।

(১০০/৫=২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ০১টি প্রভাষক পদে এমপিওভুক্তিতে বিবেচনা যোগ্য)

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## পরিশিষ্ট-'গ'

### ন্যূনতম পরীক্ষার্থী ও পাসের হার

বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য পাবলিক পরীক্ষায় ন্যূনতম নিম্নরূপ পরীক্ষার্থী ও পাসের হার থাকতে হবে:

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন | স্তর | এলাকা | পরীক্ষার্থীর ন্যূনতম সংখ্যা | পাশের ন্যূনতম হার |
|---|---|---|---|---|
| বিদ্যালয় | নিম্ন মাধ্যমিক (৮ম শ্রেণি) | সিটি কর্পোরেশন | ৩৫ জন | ৭০% |
| | | জেলা সদরের পৌরসভা (শহর) | ৩৫ জন | ৬৫% |
| | | মফস্বল | ২৫ জন | ৬০% |
| | মাধ্যমিক (এস.এস.সি.) | সিটি কর্পোরেশন | ৩৫ জন | ৭০% |
| | | জেলা সদরের পৌরসভা (শহর) | ৩৫ জন | ৬০% |
| | | মফস্বল | ৩৫ জন | ৫৫% |
| | উচ্চ মাধ্যমিক (এইচ.এস.সি.) | সিটি কর্পোরেশন | ৪০ জন (ব্যক্তি এমপিও'র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগ/বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ১৫ জন এবং মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ/বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ২৫জন) | ৬৫% |
| | | জেলা সদরের পৌরসভা (শহর) | ৪০ জন (ব্যক্তি এমপিও'র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগ/বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ১৫ জন এবং মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ/বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ২৫জন) | ৫৫% |
| | | মফস্বল | ৩৫ জন (ব্যক্তি এমপিও'র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগ/বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ১৫ জন এবং মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ/বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ২০ জন) | ৫০% |

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন | স্তর | এলাকা | সহশিক্ষা/পুরুষ কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাশের ন্যূনতম হার (সহশিক্ষা/পুরুষ/ মহিলা প্রতিষ্ঠান) |
|---|---|---|---|---|---|
| কলেজ | উচ্চ মাধ্যমিক (এইচ.এস.সি.) | সিটি কর্পোরেশন | ৫০ জন<br>(ব্যক্তি এমপিও'র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য কমপক্ষে ২০ জন এবং মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য কমপক্ষে ৩০ জন)<br><br>৩০ জন (শুধুবিজ্ঞান বিভাগ)<br>৪০জন (মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা-প্রতিবিভাগে) = ন্যূনতম মোট ৭০জন | ৪০ জন<br>(ব্যক্তি এমপিও'র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য কমপক্ষে ১৫ জন এবং মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য কমপক্ষে ২৫ জন) | ৫৫% |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন | স্তর | এলাকা | সহশিক্ষা/পুরুষ কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাশের ন্যূনতম হার (সহশিক্ষা/পুরুষ/ মহিলা প্রতিষ্ঠান) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | জেলা সদরের পৌরসভা (শহর) | ৫০ জন<br><br>(ব্যক্তি এমপিও'র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য কমপক্ষে ২০ জন এবং মানবিক /ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য কমপক্ষে ৩০ জন) | ৪০ জন<br><br>(ব্যক্তি এমপিও'র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য কমপক্ষে ১৫ জন এবং মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য কমপক্ষে ২৫ জন) | ৫০% |
| | | মফস্বল | ৪০ জন<br><br>(ব্যক্তি এমপিও'র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য কমপক্ষে ১৫ জন এবং মানবিক /ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য কমপক্ষে ২৫ জন) | ৩০ জন<br><br>(ব্যক্তি এমপিও'র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য কমপক্ষে ১০ জন এবং মানবিক /ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য কমপক্ষে ২০ জন) | ৪৫% |
| | স্নাতক (পাস) | সিটি কর্পোরেশন | ৬০ জন<br><br>(ব্যক্তি এমপিও'র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য কমপক্ষে ২০ জন এবং মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য কমপক্ষে ৩০ জন) | ৫০ জন<br><br>(ব্যক্তি এমপিও'র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য কম পক্ষে ১৫ জন এবং মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য কমপক্ষে ২৫ জন) | ৫০% |
| | | জেলা সদরের পৌরসভা (শহর) | ৬০ জন<br><br>(ব্যক্তি এমপিও'র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য কমপক্ষে ২০ জন এবং মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য কমপক্ষে ৩০ জন) | ৫০ জন<br><br>(ব্যক্তি এমপিও'র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য কম পক্ষে ১৫ জন এবং মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য কমপক্ষে ২৫ জন) | ৫০% |
| | | মফস্বল | ৫০ জন<br><br>(ব্যক্তি এমপিও'র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য কম পক্ষে ১৫ জন এবং মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য কমপক্ষে ২৫ জন) | ৪০ জন<br><br>(ব্যক্তি এমপিও'র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য কম পক্ষে ১০ জন এবং মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য কমপক্ষে ২০ জন) | ৪৫% |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন | স্তর | এলাকা | সহশিক্ষা/পুরুষ কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম চূড়ান্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম চূড়ান্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাশের ন্যূনতম হার (সহশিক্ষা/পুরুষ/ মহিলা প্রতিষ্ঠান) |
|---|---|---|---|---|---|
| কলেজ | স্নাতক (সম্মান) ১১শ-১৬শ) নতুন | সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদরের পৌরসভা (শহর) | ৫০ জন | ৪৫ জন | ৬০% |
| | | মফস্বল | ৪৫ জন | ৩৫ জন | ৫০% |
| | স্নাতকোত্তর ১১শ-১৭শ) নতুন | সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদরের পৌরসভা (শহর) | ২০ জন | ১৬ জন | ৬০% |
| | | মফস্বল | ১৬ জন | ১৪ জন | ৫০% |

**পাদটীকা:**

- ✓ নিম্ন মাধ্যমিকের (৬ষ্ঠ-৮ম) ক্ষেত্রে ৮ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাশের হার বিবেচনা করতে হবে।
- ✓ মাধ্যমিকের (৬ষ্ঠ-১০ম) ক্ষেত্রে ৮শ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার এবং এস.এস.সি. পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাশের হার বিবেচনা করতে হবে। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠানের নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর এমপিওভুক্ত রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এস.এস.সি. পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাশের হার বিবেচনা করতে হবে।
- ✓ উচ্চ মাধ্যমিকের (৬ষ্ঠ-১২শ) ক্ষেত্রে ৮ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার, এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি. পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাশের হার বিবেচনা করতে হবে। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠানের নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর এমপিওভুক্ত রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এস.এস.সি. এবং এইচ.এস.সি. পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাশের হার এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক স্তর এমপিওভু.ক্ত রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এইচ.এস.সি. পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাশের হার বিবেচনা করতে হবে।
- ✓ উচ্চমাধ্যমিক কলেজের(১১শ-১২শ) ক্ষেত্রে এইচ.এস.সি. পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাশের হার বিবেচনা করতে হবে।
- ✓ স্নাতক (পাস) কলেজের (১১শ-১৫শ) ক্ষেত্রে এইচ.এস.সি. ও ডিগ্রি পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাশের হার বিবেচনা করতে হবে। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠানের উচ্চমাধ্যমিক কলেজ স্তর এমপিওভুক্ত রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চূড়ান্ত ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাশের হার বিবেচনা করতে হবে।
- ✓ স্নাতক (সম্মান) কলেজের (১১শ-১৬শ) ক্ষেত্রে এইচ.এস.সি/স্নাতক (পাস) ও স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাশের হার বিবেচনা করতে হবে। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠানের উচ্চমাধ্যমিক/স্নাতক (পাস) কলেজ স্তর এমপিওভুক্ত রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চূড়ান্ত স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাশের হার বিবেচনা করতে হবে।
- ✓ স্নাতকোত্তর কলেজের (১১শ-১৭শ) ক্ষেত্রে এইচ.এস.সি./স্নাতক (পাস)., স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাশের হার বিবেচনা করতে হবে। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠানের উচ্চমাধ্যমিক/স্নাতক (পাস) কলেজ স্তর এমপিওভুক্ত রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চূড়ান্ত স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাশের হার বিবেচনা করতে হবে।
- ✓ শহর বলতে জেলা সদরে অবস্থিত পৌরসভাকে, সিটি কর্পোরেশন এলাকা বলতে ঐ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এবং মফস্বল বলতে সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদরের পৌরসভা ব্যতীত অন্যান্য এলাকা বুঝাবে।
- ✓ শিক্ষায় অনগ্রসর, ভৌগোলিকভাবে অসুবিধাজনক, পাহাড়ী এলাকা, হাওড়-বাওড়, চরাঞ্চল, ছিটমহল, বস্তি এলাকা, নারী শিক্ষা, সামাজিকভাবে অনগ্রসর গোষ্ঠী (যেমন: প্রতিবন্ধী, হরিজন, সেবক, চা-বাগান শ্রমিক, তৃতীয় লিঙ্গ ইত্যাদি) এবং বিশেষায়িত/চারুকলা/বিকেএসপি/সংস্থা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় শর্ত শিথিলযোগ্য।

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**পরিশিষ্ট-ঘ**

**বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য নিয়োগ-যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বেতন স্কেল:**

**ক) বিদ্যালয় (নিম্ন মাধ্যমিক/মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়):**

| ক্রমিক নং | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতা ও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতন স্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| ১ | অধ্যক্ষ (উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি /সমমান<br>অথবা<br>স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ০৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি/সমমান।<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের অধ্যক্ষ/ডিগ্রি কলেজের উপাধ্যক্ষপদে এমপিওভুক্ত হিসেবে কর্মরত<br>অথবা<br>এমপিওভুক্ত হিসেবে ডিগ্রি কলেজ সহকারী অধ্যাপক পদে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১২ (বার) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।<br>অথবা<br>এমপিওভুক্ত হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ/স্কুল এন্ড কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১২(বার) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।<br>অথবা<br>এমপিওভুক্ত হিসেবে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/আলিম মাদ্রাসায় সহকারী অধ্যাপক (সাধারণ) পদে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১২ (বার) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। | গ্রেড-৫<br>(৪৩০০০ - ৬৯৮৫০/-) |

মোছাম্মৎ নাসরীন পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক নং | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতা ও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতন স্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| | | | অথবা<br>কর্মরত প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষককে অধ্যক্ষ পদে আবেদন করতে হলে, পার্শ্বে বর্ণিত ৩ নং কলামের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইনডেক্সধারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে ০২ বছরের অভিজ্ঞতাসহ এমপিওভুক্ত পদে ১৩ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।<br>অথবা<br>মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইনডেক্সধারী সহকারী প্রধান শিক্ষক/নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে পার্শ্বে বর্ণিত ৩ নং কলামের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ইনডেক্সধারী হিসেবে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ এমপিওভুক্ত পদে সর্বমোট ১৫ (পনেরো) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। | |
| ২ | সহকারী অধ্যাপক | ১। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের এমপিওভুক্ত প্রভাষকগণ প্রভাষক পদে এমপিও ভুক্তির ০৮ (আট) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্তিতে প্যাটার্নভুক্ত প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপকের মোট পদের ৫০% বিভিন্ন সূচকে মোট ১০০ নম্বরের মূল্যায়নের ভিত্তিতে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাবেন। ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ০.৫ বা তার বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণসংখ্যা গণনা করে পদোন্নতি দেয়া যাবে। এতে | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে প্রভাষক হিসেবে এমপিওভুক্ত পদে ০৮ (আট) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা | গ্রেড-৬<br>৩৫৫০০-৬৭০১০/- |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক নং | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতা ও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতন স্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| | | মোট পদসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না।<br>২। অন্যান্য প্রভাষকগণ এমপিওভুক্তির ১০ (দশ) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্তিতে জাতীয় বেতনস্কেলের গ্রেড ৯ থেকে ৮ প্রাপ্য হবেন এবং পরবর্তী ০৬ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে এমপিওভুক্তির ১৬ (ষোল) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্তিতে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদে পদোন্নতি পাবেন। | | |
| ৩ | প্রভাষক (সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জনবল কাঠামো অনুযায়ী) | স্বীকত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকে সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ ২য় শ্রেণি/সমমানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/সমমান<br>অথবা<br>স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ২য় শ্রেণি/সমমানের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি। বর্ণিত সর্বশেষ ডিগ্রি ব্যতীত সমগ্র শিক্ষা জীবনের অন্যান্য স্তরে ১টির বেশি ৩য় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-৯<br>২২০০০-৫৩০৬০/-_ |
| ৪ | প্রভাষক<br>(তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার বিজ্ঞান/কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/তথ্য প্রযুক্তি/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে ৪(চার) বছর মেয়াদি ২য় শ্রেণি/সমমানের স্নাতক(সম্মান) ডিগ্রি;<br>অথবা<br>স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার বিজ্ঞান/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রি এবং ২য় শ্রেণি/সমমানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ;<br>বর্ণিত সর্বশেষ ডিগ্রিতে ন্যূনতম ২য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমান থাকতে হবে এবং অন্যান্য ডিগ্রিগুলোতে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-৯<br>২২০০০-৫৩০৬০/- |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক নং | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যুনতম) | অভিজ্ঞতা ও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতন স্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| ৫ | প্রভাষক (উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন); | মার্কেটিং/ইন্টারন্যাশনাল বিজনেজ/ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ০৪(চার) বছর মেয়াদি ২য় শ্রেণি/সমমানের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি; অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকে মার্কেটিং/ইন্টারন্যাশনাল বিজনেজ/ম্যানেজমেন্ট বিষয়সহ মার্কেটিং/ইন্টারন্যাশনাল বিজনেজ/ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণি/সমমানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। বর্ণিত সর্বশেষ ডিগ্রি ব্যতীত সমগ্র শিক্ষা জীবনের অন্যান্য স্তরে ১টির বেশি ৩য় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-৯ ২২০০০-৫৩০৬০/- |
| ৬ | প্রভাষক (ফিন্যান্স, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্সুরেন্স) | ফিন্যান্স/ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্সুরেন্স বিষয়ে ০৪(চার) বছর মেয়াদি ২য় শ্রেণি/সমমানের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি; অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকে ফিন্যান্স/ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্সুরেন্স বিষয়সহ ফিন্যান্স/ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্সুরেন্স বিষয়ে ২য় শ্রেণি/সমমানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। বর্ণিত সর্বশেষ ডিগ্রি ব্যতীত সমগ্র শিক্ষা জীবনের অন্যান্য স্তরে ১টির বেশি ৩য় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-৯ ২২০০০- ৫৩০৬০/- |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক নং | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতা ও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতন স্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| ৭ | প্রভাষক (শিশুর বিকাশ/খাদ্য ও পুষ্টি/গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন/শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ) | সংশ্লিষ্ট বিষয়ে/গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে ০৪ (চার) বছর মেয়াদি সম্মান;<br>অথবা<br>স্নাতক পর্যায়ে গার্হস্থ্য অর্থনীতিসহ গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।<br>বর্ণিত সর্বশেষ ডিগ্রি ব্যতীত সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি/জিপিএ/সিজিপিএ সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-৯<br>২২০০০- ৫৩০৬০/- |
| ৮ | প্রধান শিক্ষক (মাধ্যমিক বিদ্যালয়) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক/সমমান ও বিএড ডিগ্রি/সমমান।<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইনডেক্সধারী প্রধান শিক্ষক<br>অথবা<br>মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইনডেক্সধারী সহকারী প্রধান শিক্ষক/নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইনডেক্সধারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ এমপিওভুক্ত পদে সর্বমোট ১৫ (পনের) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা।<br>**অথবা**<br>**সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ এমপিওভুক্ত পদে সর্বমোট ১৭ (সতেরো) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা।** | গ্রেড-৭<br>২৯০০০-৬৩৪১০/- |
| ৯ | প্রধান শিক্ষক (নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক/সমমান ও বিএড ডিগ্রি/সমমান।<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি/জিপিএ/সিজিপিএ সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না। | মাধ্যমিক/নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের/এ নীতিমালার ১১.২৪ এ বর্ণিত ইনডেক্সধারী শিক্ষক হিসেবে এমপিওভুক্ত পদে সর্বমোট ১০ (দশ) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। | গ্রেড-৮<br>(২৩০০০-৫৫৪৭০/-) |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক নং | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতা ও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতন স্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| ১০ | সহকারী প্রধান শিক্ষক (মাধ্যমিক বিদ্যালয়) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক/সমমান ও বিএড ডিগ্রি/সমমান। সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি/জিপিএ/সিজিপিএ সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না। | মাধ্যমিক/নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের/এ নীতিমালার ১১.২৪ এ বর্ণিত ইনডেক্সধারী শিক্ষক হিসেবে এমপিওভুক্ত পদে সর্বমোট ১০ (দশ) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। | গ্রেড-৮ (২৩০০০-৫৫৪৭০/-) |
| ১১ | প্রদর্শক (উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ ২য় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি/সমমান। বর্ণিত সর্বশেষ ডিগ্রি ব্যতীত সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি/জিপিএ/সিজিপিএ সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০/- |
| ১২ | সিনিয়র শিক্ষক (পদোন্নতি যোগ্য পদ) | এমপিওভুক্ত সহকারী শিক্ষকগণ নিয়োগকালীন কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ১০ম গ্রেডে সন্তোষজনক ১০ (দশ) বছর চাকরি পুর্তিতে 'সিনিয়র শিক্ষক' হিসেবে পদোন্নতি পাবেন। সহকারী শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান) তার উচ্চতর গ্রেডের আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন তবে তিনি সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্য হবেন না। | সহকারী শিক্ষক হিসেবে এমপিওভুক্তির পরে ১০ম গ্রেডে ১০ (দশ) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। | গ্রেড-৯ ২২০০০-৫৩০৬০/- |
| ১৩ | সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজবিজ্ঞান/ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস/দর্শন/মনোবিজ্ঞান/অর্থনীতি/ রাষ্ট্রবিজ্ঞান/সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম/ নৃ-বিজ্ঞান/লোক প্রশাসন/আন্তর্জাতিক সম্পর্ক/ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি/সমমান সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১১ (১২৫০০-৩০২৩০/-) |
| ১৪ | সহকারী শিক্ষক (গণিত) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক পর্যায়ে ন্যূনতম ৩০০ নম্বরের গণিতসহ বিজ্ঞান বিভাগে কোর্সে স্নাতক ডিগ্রি | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | (গ্রেড-১১ |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক নং | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতা ও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতন স্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| | | /সমমান<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | | ১২৫০০-৩০২৩০/- |
| ১৫ | সহকারী শিক্ষক (বাংলা) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক পর্যায়ের ন্যূনতম ৩০০ নম্বরের বাংলাসহ স্নাতক ডিগ্রি /সমমান অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ।<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১১<br>১২৫০০-৩০২৩০/- |
| ১৬ | সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক পর্যায়ের ন্যূনতম ৩০০ নম্বরের ইংরেজিসহ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি/সমমান অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ।<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১১<br>১২৫০০-৩০২৩০/- |
| ১৭ | সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাণিজ্য/ব্যাচেলর অব বিজনেস স্টাডিজ বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি /সমমান<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১১<br>১২৫০০-৩০২৩০/- |
| ১৮ | সহকারী শিক্ষক (রসায়ন) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম ৩০০ নম্বরের রসায়নসহ স্নাতক ডিগ্রি /সমমান অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ।<br>সমগ্র শিক্ষা জীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১১<br>১২৫০০-৩০২৩০/- |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক নং | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতা ও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতন স্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| ১৯ | সহকারী শিক্ষক (পদার্থ বিজ্ঞান) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম ৩০০ নম্বরের পদার্থবিজ্ঞানসহ স্নাতক ডিগ্রি /সমমান অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১১ ১২৫০০-৩০২৩০/- |
| ২০ | সহকারী শিক্ষক (জীব বিজ্ঞান) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাণিবিজ্ঞান/উদ্ভিদ বিজ্ঞানসহ স্নাতক ডিগ্রি//সমমান সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১১ ১২৫০০-৩০২৩০/- |
| ২১ | সহকারী শিক্ষক (চারু ও কারুকলা) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি/সমমান ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে ০১ বছর মেয়াদি অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট ইন ফাইন আর্টস<br>(২) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে চারুকলায় স্নাতক ডিগ্রি<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১১ ১২৫০০-৩০২৩০/- |
| ২২ | সহকারী শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) | ১) ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে (স্বীয় ধর্মের)<br>ফাজিল ডিগ্রি অথবা ন্যূনতম ৩০০ নম্বরের আরবী/ইসলামী শিক্ষাসহ স্নাতক ডিগ্রী/<br>২) হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে (স্বীয় ধর্মের)<br>ক ) উপাধি ডিগ্রিসহ স্নাতক ডিগ্রি/সমমান<br>অথবা<br>(খ) সংস্কৃত বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রি/সমমান | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | ১) গ্রেড-১১ ১২৫০০-৩০২৩০/-<br>২) (ক) গ্রেড-১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০/-<br>২) (খ) গ্রেড-১১ ১২৫০০-৩০২৩০/- |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক নং | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতা ও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতন স্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| | | ৩) বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে (স্বীয় ধর্মের) পালি বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রি/সমমান<br>৪) খ্রিস্টান ধর্মের ক্ষেত্রে (স্বীয় ধর্মের) থিওলজিক্যাল কোর্স সম্পন্নকরণসহ স্নাতক ডিগ্রি<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | | ৩) গ্রেড-১১ ১২৫০০-৩০২৩০/-)<br>৪) গ্রেড-১১ ১২৫০০-৩০২৩০/- |
| ২৩ | সহকারী শিক্ষক (কৃষি) | (ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে নিম্নের যেকোন একটি বিষয়সহ স্নাতক/সমমান থাকতে হবেঃ<br>কৃষি/কৃষি অর্থনীতি/মৎস্য/পশুপালন/কৃষি প্রকৌশল/বনবিদ্যা/পরিবেশ বিজ্ঞান/জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং/মৃত্তিকাবিজ্ঞান/ডিভিএম<br>অথবা<br>ন্যূনতম ০৩(তিন) বছরের কৃষি ডিপ্লোমা/সমমান<br>(খ) উদ্ভিদবিদ্যা/প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | (ক) গ্রেড-১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০/-<br>(খ) গ্রেড-১১ ১২৫০০-৩০২৩০/- |
| ২৪ | সহকারী শিক্ষক (গার্হস্থ্য বিজ্ঞান) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রি /সমমান।<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১১ ১২৫০০-৩০২৩০/- |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক নং | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতা ও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতন স্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| ২৫ | সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) | ১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি /সমমান ও বিপিএড ডিগ্রি /কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ০১(এক) বছর মেয়াদী অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্স।<br>অথবা<br>২) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ও জুনিয়র ফিজিক্যাল ডিপ্লোমা।<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি/জিপিএ/সিজিপিএ সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না।<br>বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা কলেজে এ পদে শুধুমাত্র মহিলা প্রার্থীরাই আবেদনের যোগ্য হবেন। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | (১) গ্রেড-১০<br>১৬০০০-৩৮৬৪০/-<br><br>(২) গ্রেড-১১<br>১২৫০০-৩০২৩০/- |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক নং | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতা ও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতন স্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| ২৬ | সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | ১। কম্পিউটার বিজ্ঞান/কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/তথ্য প্রযুক্তি/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে স্নাতক/সমমান<br>অথবা<br>বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডিগ্রি।<br>অথবা<br>২। স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার বিজ্ঞান/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রি/সমমান<br>অথবা<br>স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি/সমমানসহ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে ০১ (এক) বছর মেয়াদি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা/অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স ইন কম্পিউটার টেকনোলজি/ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার অপারেশন কোর্স<br><br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | (১) গ্রেড-১০<br>১৬০০০-৩৮৬৪০/-<br><br>(২) গ্রেড-১১<br>১২৫০০-৩০২৩০/- |
| ২৭ | ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর | কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে সংশ্লিষ্ট টেকনোলজিতে ন্যূনতম ২য় বিভাগে (সমমান সি.জি.পি.এ.) ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং/ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন/ডিপ্লোমা-ইন-ভোকেশনাল এডুকেশন/ডিপ্লোমা-ইন- টেক্সটাইল/কৃষি ডিপ্লোমা ( ০৩ (তিন) অথবা ০৪ (চার) বছর মেয়াদি)।<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | (১) গ্রেড-১০<br>(১৬০০০-৩৮৬৪০/-) |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক নং | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যুনতম) | অভিজ্ঞতা ও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতন স্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| ২৮ | প্রদর্শক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | কম্পিউটার বিজ্ঞান/কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/তথ্য প্রযুক্তি /তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি<br>অথবা<br>বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডিগ্রি।<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | (১) গ্রেড-১০<br>১৬০০০-৩৮৬৪০/- |
| ২৯ | সহকারী শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান) | ১)স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রি /সমমান<br>অথবা<br>২)স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি/সমমানসহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা।<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | (১) গ্রেড-১০<br>১৬০০০-৩৮৬৪০/- |
| ৩০ | ট্রেড এ্যাসিসট্যান্ট | কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে সংশ্লিস্ট ট্রেডে এইচএসসি (ভোকেশনাল)/(ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) ২য় বিভাগ (সমমান জিপিএ)<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | ন্যূনতম ১৮ বছর অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১৬<br>৯৩০০-২২৪৯০/- |
| ৩১ | হিসাব সহকারী | শিক্ষা বোর্ড হতে এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় শিক্ষা)/সমমান।এইচ.এস.সি. (ব্যবসায় শিক্ষা)/সমমান<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | ন্যূনতম ১৮ বছর অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১৬<br>৯৩০০-২২৪৯০/- |
| ৩২ | অফিস সহকারী- | শিক্ষা বোর্ড হতে | ন্যূনতম ১৮ বছর অনূর্ধ্ব | গ্রেড-১৬ |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক নং | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতা ও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতন স্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| | কাম- কম্পিউটার অপারেটর | এইচ.এস.সি./সমমানসহ সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদি কম্পিউটার ডিপ্লোমাধারী হতে হবে। সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। (এ নীতিমালা জারির পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না) | ৩৫ বছর | ৯৩০০-২২৪৯০/- |
| ৩৩ | কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর | বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছর মেয়াদি কম্পিউটার ডিপ্লোমা/সমমান অথবা শিক্ষা বোর্ড হতে কম্পিউটার/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়সহ এইচ.এস.সি/এইচ.এস.সি (ভোক.)/আলিম/সমমান ও সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদি কম্পিউটার ডিপ্লোমা। সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | ন্যূনতম ১৮ বছর অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১৬ ৯৩০০-২২৪৯০/- |
| ৩৪ | ল্যাব সহকারী | শিক্ষা বোর্ড হতে বিজ্ঞান বিভাগে এস.এস.সি/সমমান ২য় বিভাগ। আই.সি.টি ল্যাব সহকারীর জন্য কম্পিউটার/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়সহ বিজ্ঞান বিভাগে এস.এস.সি/সমমান ২য় বিভাগ। | ন্যূনতম ১৮ বছর অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১৮ ৮৮০০-২১৩১০/- |
| ৩৫ | অফিস সহায়ক/নিরাপত্তা কর্মী/নৈশপ্রহরী/পরিচ্ছন্নতা কর্মী/ | এস.এস.সি/দাখিল/সমমান | ন্যূনতম ১৮ বছর অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-২০ ৮২৫০-২০০১০/- |
| ৩৬ | আয়া | এস.এস.সি/দাখিল/সমমান | ন্যূনতম ১৮ বছর অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-২০ ৮২৫০-২০০১০/- |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**খ) কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ/ডিগ্রী (পাস) কলেজ)/স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কলেজ**

| ক্রমিক | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতাও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতনস্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| ১ | অধ্যক্ষ<br>স্নাতক (সম্মান) ও<br>স্নাতকোত্তর কলেজ | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি /সমমান পর্যায়ে ন্যূনতম ২য় বিভাগ বা শ্রেণি/সমমান।<br>এসএসসি, এইচ. এস.সি ও স্নাতক পর্যায়ে ০১টির বেশি তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী/সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না। | ডিগ্রি কলেজের এমপিওভুক্ত অধ্যক্ষ<br>অথবা<br>এমপিওভুক্ত হিসেবে ডিগ্রি কলেজের উপাধ্যক্ষ/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের অধ্যক্ষ পদে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১৫ (পনেরো) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা<br>অথবা<br>উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদে ৫ম গ্রেডে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১৫ (পনেরো) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। | গ্রেড-৪<br>৫০০০০-৭১২০০/- |
| ২ | অধ্যক্ষ<br>স্নাতক (পাস)<br>মহাবিদ্যালয়ের জন্য | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি /সমমান পর্যায়ে ন্যূনতম ২য় বিভাগ বা শ্রেণি/সমমান।<br>এসএসসি, এইচ. এস.সি ও স্নাতক পর্যায়ে ০১টির বেশি তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী/সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না। | ডিগ্রি কলেজের এমপিওভুক্ত অধ্যক্ষ<br>অথবা<br>এমপিওভুক্ত হিসেবে ডিগ্রি কলেজের উপাধ্যক্ষ/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের অধ্যক্ষ/স্নাতক (সম্মান)/স্নাতকোত্তর কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১৫ (পনেরো) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা<br>অথবা<br>উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদে ৫ম গ্রেডে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১৫ (পনেরো) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। | গ্রেড-৪<br>৫০০০০-৭১২০০/- |

মেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতাও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতনস্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| ৩ | অধ্যক্ষ (উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি /সমমান ডিগ্রি<br>অথবা<br>স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ০৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি/সমমান।<br>অথবা<br>বিএড ডিগ্রি/সমমান সহ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি /সমমান।<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের অধ্যক্ষ/ডিগ্রি কলেজের উপাধ্যক্ষ/স্নাতক (সম্মান)/স্নাতকোত্তর কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে এমপিওভুক্ত হিসেবে কর্মরত<br>অথবা<br>এমপিওভুক্ত হিসেবে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক পদে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১২ (বার) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।<br>অথবা<br>এমপিওভুক্ত হিসেবে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/আলিম মাদ্রাসায় সহকারী অধ্যাপক(সাধারণ) পদে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১২(বার) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। | গ্রেড-৫<br>৪৩০০০-৬৯৮৫০/- |
| ৪ | উপাধ্যক্ষ স্নাতক (পাস)/স্নাতক (সম্মান) /স্নাতকোত্তর কলেজ মহাবিদ্যালয়ের জন্য | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম ২য় বিভাগ/শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/সমমান<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের অধ্যক্ষ/ডিগ্রি কলেজের উপাধ্যক্ষ/স্নাতক (সম্মান)/স্নাতকোত্তর কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে এমপিওভুক্ত হিসেবে কর্মরত<br>অথবা<br>এমপিওভুক্ত হিসেবে সহকারী অধ্যাপক পদে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১২ (বার) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। | গ্রেড-৫<br>৪৩০০০-৬৯৮৫০/- |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতাও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতনস্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| ৫ | সহকারী অধ্যাপক (পদোন্নতির যোগ্য পদ-জনবল কাঠামো অনুযায়ী) | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ/ডিগ্রী (পাস) কলেজ)/স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কলেজের এমপিওভুক্ত প্রভাষকগণ প্রভাষক পদে এমপিও ভুক্তির ০৮ (আট) বছর সন্তোষজনক চাকরিপূর্তিতে প্যাটার্নভুক্ত প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপকের মোট পদের ৫০% এই জনবল কাঠামো নির্ধারিত বিভিন্ন সূচকে মোট ১০০ নম্বরের মূল্যায়নের ভিত্তিতে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাবেন। ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ০.৫ বা তার বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণসংখ্যা গণনা করে পদোন্নতি দেয়া যাবে। এতে মোট পদসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না।<br>২। অন্যান্য প্রভাষক গণ এমপিওভুক্তির ১০ (দশ) বছর সন্তোষজনক চাকরিপূর্তিতে জাতীয় বেতন স্কেলের গ্রেড ৯ থেকে ৮ প্রাপ্য হবেন এবং পরবর্তী ০৬বছরের মধ্যে অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে এমপিওভুক্তির ১৬ (ষোল) বছর সন্তোষজনক চাকরিপূর্তিতে 'সহকারী অধ্যাপক' পদে পদোন্নতি পাবেন। | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ/ডিগ্রী (পাস) কলেজ)/স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কলেজের প্রভাষক/মাদ্রাসার প্রভাষক (সাধারণ) অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক (সাধারণ) হিসেবে এমপিওভুক্ত পদে ০৮ (আট) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা | গ্রেড-৬<br>৩৫৫০০-৬৭০১০/- |
| ৬ | প্রভাষক<br>(জনবল কাঠামো অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকে সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ ২য় শ্রেণিসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি<br>অথবা<br>স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ০৪ (চার) বছর মেয়াদি ২য় শ্রেণি/সমমানের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি;<br>বর্ণিত সর্বশেষ ডিগ্রিতে ন্যূনতম ২য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমান থাকতে হবে এবং অন্যান্য ডিগ্রিগুলোতে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-৯<br>২২০০০-৫৩০৬০/- |

মেহেরা শারমীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতাও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতনস্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| ৭ | প্রভাষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার বিজ্ঞান/কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/তথ্য প্রযুক্তি/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে ৪(চার) বছর মেয়াদি ২য় শ্রেণি/সমমানের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি;<br>অথবা<br>স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার বিজ্ঞান/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রি এবং ২য় শ্রেণি/সমমানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ;<br>বর্ণিত সর্বশেষ ডিগ্রিতে ন্যূনতম ২য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমান থাকতে হবে এবং অন্যান্য ডিগ্রিগুলোতে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-৯<br>২২০০০-৫৩০৬০/- |
| ৮ | প্রভাষক (উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন) | মার্কেটিং/ইন্টারন্যাশনাল বিজনেজ/ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ৪(চার) বছর মেয়াদি ২য় শ্রেণি/সমমানে স্নাতক(সম্মান) ডিগ্রি;<br>অথবা<br>স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকে মার্কেটিং/ইন্টারন্যাশনাল বিজনেজ /ম্যানেজমেন্ট বিষয়সহ মার্কেটিং/ইন্টারন্যাশনাল বিজনেজ/ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণি/সমমানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি<br>বর্ণিত সর্বশেষ ডিগ্রিতে ন্যূনতম ২য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমান থাকতে হবে এবং অন্যান্য ডিগ্রিগুলোতে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-৯<br>২২০০০- ৫৩০৬০/- |
| | প্রভাষক (ফিন্যান্স, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্সুরেন্স ) | ফিন্যান্স/ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্সুরেন্স বিষয়ে ০৪(চার) বছর মেয়াদি ২য় শ্রেণি/সমমানে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি;<br>অথবা | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-৯<br>২২০০০- ৫৩০৬০/- |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতাও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতনস্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| | | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকে ফিন্যান্স/ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্সুরেন্স বিষয়সহ ফিন্যান্স/ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্সুরেন্স বিষয়ে ২য় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি;<br>বর্ণিত সর্বশেষ ডিগ্রিতে ন্যূনতম ২য়বিভাগ/শ্রেণি/সমমান থাকতে হবে এবং অন্যান্য ডিগ্রিগুলোতে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | | |
| ১০ | প্রভাষক (শিশুর বিকাশ/খাদ্য ও পুষ্টি/গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক' জীবন/শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ) | সংশ্লিষ্ট বিষয়ে/গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান ডিগ্রি);<br>অথবা<br>স্নাতক পর্যায়ে গার্হস্থ্য অর্থনীতিসহ গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।<br>বর্ণিত সর্বশেষ ডিগ্রিতে ন্যূনতম ২য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমান থাকতে হবে এবং অন্যান্য ডিগ্রিগুলোতে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-৯<br>২২০০০- ৫৩০৬০/- |
| ১১ | গ্রন্থাগার প্রভাষক | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে অনার্সসহ ২য় শ্রেণি/সমমানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/সমমান<br>অথবা<br>স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/সমমান<br>বর্ণিত সর্বশেষ ডিগ্রিতে ন্যূনতম ২য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমান থাকতে হবে এবং অন্যান্য ডিগ্রিগুলোতে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-৯<br>২২০০০- ৫৩০৬০/- |
| ১২ | প্রদর্শক | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১০ |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতাও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতনস্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| | (জনবল কাঠামো অনুযায়ী) | বিষয়সহ ২য় বিভাগে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি/সমমান। বর্ণিত সর্বশেষ ডিগ্রি ব্যতীত সমগ্র শিক্ষা জীবনে অন্যান্য ডিগ্রিগুলোতে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | | ১৬০০০-৩৮৬৪০/- |
| ১৩ | প্রদর্শক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | কম্পিউটার বিজ্ঞান/কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/তথ্য প্রযুক্তি /তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি<br>অথবা<br>বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডিগ্রি।<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১০<br>১৬০০০-৩৮৬৪০/- |
| ১৪ | সহকারী শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান) | ১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রি /সমমান।<br>অথবা<br>২) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি/সমমানসহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা।<br>অন্যান্য ডিগ্রিগুলোতে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১০<br>১৬০০০-৩৮৬৪০/- |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতাও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতনস্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| ১৫ | শরীর চর্চা শিক্ষক (উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ/ডিগ্রি কলেজ) | (১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি/সমমান ও বিপিএড ডিগ্রি/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ০১ (এক) বছর মেয়াদী অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্স।<br>অথবা<br>(২) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি/সমমান ও জুনিয়র ফিজিক্যাল ডিপ্লোমা।<br>সমগ্র শিক্ষা জীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। (মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। তবে এ নীতিমালা জারির পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না) | অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | (১) গ্রেড-১০<br>১৬০০০-৩৮৬৪০/-<br>(২) গ্রেড-১১<br>১২৫০০-৩০২৩০/- |
| ১৬ | হিসাব সহকারী | শিক্ষা বোর্ড হতে এইচ.এস.সি (ব্যবসায় শিক্ষা)/সমমান।<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | ন্যূনতম ১৮ বছর অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১৬<br>৯৩০০-২২৪৯০/- |
| ১৭ | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর | শিক্ষা বোর্ড হতে এইচ.এস.সি./সমমানসহ সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদি কম্পিউটার ডিপ্লোমাধারী হতে হবে।<br>সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমান জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। | ন্যূনতম ১৮ বছর অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১৬<br>৯৩০০-২২৪৯০/- |
| ১৮ | ল্যাব সহকারী | বিজ্ঞান বিভাগে এস.এস.সি/সমমান ২য় বিভাগ।<br>আই.সি.টি ল্যাব সহকারীর জন্য কম্পিউটার/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়সহ বিজ্ঞান বিভাগে এস.এস.সি/সমমান ২য় বিভাগ। | ন্যূনতম ১৮ বছর অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-১৮<br>৮৮০০-২১৩১০/- |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

| ক্রমিক | পদের নাম | নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম) | অভিজ্ঞতাও চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা | জাতীয় বেতনস্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| ১৯ | অফিস সহায়ক/নিরাপত্তা কর্মী /নৈশ প্রহরী/পরিচ্ছন্নতা কর্মী) | এস.এস.সি/দাখিল/সমমান | ন্যূনতম ১৮ বছর অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-২০ ৮২৫০-২০০১০/- |
| ২০ | আয়া | এস.এস.সি/দাখিল/সমমান | ন্যূনতম ১৮ বছর অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর | গ্রেড-২০ ৮২৫০-২০০১০/- |

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিশিষ্ট-"৬"

**ব্যক্তির এমপিও ভুক্তির জন্য দাখিলযোগ্য আব্যশকীয় সনদ ও রেকর্ডপত্রের তালিকা:**

**(ক) নতুন (ব্যক্তির) এমপিও এর জন্য (প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত/সত্যায়িত):**

১. আবেদন (প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে সভাপতি, প্রতিষ্ঠান প্রধানের ফোন নম্বর/মোবাইল নম্বর উল্লেখসহ প্রেরণ করতে হবে)।
২. শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ।
৩. NTRCA নিবন্ধন সনদ ও সুপারিশপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
৪. পেশাগত ডিগ্রি/কোর্সের সনদ (বিএড, বিপিএড, বিএমএড,এমএড, কম্পিউটার কোর্স, গ্রন্থাগার ডিপ্লোমা ইত্যাদি-প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
৫. স্নাতক ও সর্বশেষ অর্জিত ডিগ্রির নম্বরপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
৬. অভিজ্ঞতা সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
৭. পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
৮. নিয়োগপত্র ও যোগদানপত্র।
৯. নিয়োগ পরীক্ষার মূল্যায়নের নম্বরপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১০. নিয়োগ ও যোগদান অনুমোদনের কমিটির রেজুলেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১১. হালনাগাদ একাডেমিক স্বীকৃতি ও অধিভুক্তি পত্রের কপি।
১২. প্রতিষ্ঠানের প্রথম ও সর্বশেষ এমপিও কপি/পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের এমপিওকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১৩. পূর্ব প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১৪. প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির সরকারি আদেশের কপি।
১৫. শিক্ষক-কর্মচারীর তালিকা।
১৬. শিক্ষার্থীর সংখ্যা সংক্রান্ত তালিকা (বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষাবোর্ডের প্রিন্ট কপি)
১৭. বিষয়ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১৮. বিজ্ঞানাগার সংক্রান্ত তথ্য (প্রদর্শকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।
১৯. কম্পিউটার ল্যাব সংক্রান্ত তথ্য (কম্পিউটার শিক্ষক/কম্পিউটার ল্যাব অপারেটরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
২০. বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শাখা খোলার অনুমতি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
২১. পদত্যাগ/অবসর/মৃত্যুবরণ/চাকরিচ্যুত শিক্ষক-কর্মচারীর প্রত্যয়নপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
২২. সর্বশেষ গভর্নিং/ম্যানেজিং/এডহক কমিটির অনুমোদনের চিঠি।
২৩. জাতীয় পরিচয় পত্র।
২৪. শিক্ষক/কর্মচারীর ব্যাংক হিসাব নম্বর ও ব্যাংকের নাম (ইএফটির জন্য)।
২৫. ব্যাংক ননড্রয়াল সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
২৬. প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সংক্রান্ত প্রত্যয়নত্র-সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

**(খ) বি.এড/উচ্চতর স্কেলের জন্য:**

১. আবেদনপত্র(প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে সভাপতি, প্রতিষ্ঠান প্রধানের ফোন নম্বর/মোবাইল নম্বর উল্লেখসহ প্রেরণ করতে হবে)।
২. শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ।
৩. পেশাগত ডিগ্রি/কোর্সের সনদ (বিএড, বিপিএড, বিএমএড,এমএড, কম্পিউটার কোর্স, গ্রন্থাগার ডিপ্লোমা ইত্যাদি-প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
৪. পদোন্নতি প্রাপ্তির/উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির প্রত্যয়নপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
৫. নিয়োগপত্র ও যোগদান পত্র।
৬. পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের এমপিওকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
৭. শিক্ষক-কর্মচারীর তালিকা।
৮. একাডেমিক স্বীকৃতি/অধিভুক্তি পত্রের কপি।
৯. প্রতিষ্ঠানের প্রথম ও সর্বশেষ এমপিও কপি।
১০. গভর্নিং বডি /ম্যানেজিং কমিটি /এডহক কমিটির অনুমোদন সংক্রান্ত রেজুলেশন।

-সমাপ্ত-

রেহানা পারভীন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার